

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৬: রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

প্রমাণিত শিক্ষক ছাত্রদের পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে একটি কৃতিম নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ছাত্ররা এই নির্বাচনে জালালকে শ্রেণির নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের কাছে জানতে চাইলেন, কেন তারা জালালকে নির্বাচিত করেছে। ছাত্ররা জানালো, জালালের আকর্ষণীয় গুণাবলি ও দক্ষতা তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে।

- (চাকা, দিলাজপুর, সিলেট, যোগের বোর্ড-২০১৮। পৃষ্ঠা নং ৬/ক, রাজনৈতিক দল কী? ১
খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে জালাল-এর নির্বাচিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ‘উদ্দীপকে উদ্বিধিত জালালের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের জালালের নির্বাচিত হওয়ার কারণ হলো তার মধ্যে একজন নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে।

যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো জনসমষ্টির আচার-ব্যবহার ও কার্যবলিকে প্রভাবিত করতে পারে তাকে নেতা বলা হয়। নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে বলা হয় নেতৃত্ব। নেতৃত্ব হলো কোনো দল বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের আচরণ ও কাজকে প্রভাবিত করার কৌশল। একজন ভালো নেতার ভালো আচার-আচরণ, সুন্দর ব্যবহার, কর্মদক্ষতা, জ্ঞান, দুরদৃষ্টি, সহনশীলতা, গণমুখিতা প্রভৃতি গুণ জনগণকে আকৃষ্ট করে। যে নেতার মধ্যে এসব গুণ থাকে জনগণ তাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে। এ বিষয়টিই আমরা উদ্দীপকের জালালের ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রেণিশক্ত ছাত্রদের নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য শ্রেণিকক্ষে একটি প্রতীকী নির্বাচনের আয়োজন করেন। ঐ নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা জালাল নামে তাদের এক সহপাঠীকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে। তখন শ্রেণিশক্ত তাদের কাছে জালালকে নির্বাচিত করার কারণ জানতে চান। উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলে, জালালের আকর্ষণীয় গুণাবলি এবং দক্ষতার কারণে তারা তাকে নির্বাচিত করেছে। গণতান্ত্রিকব্যবস্থায়ও এ বিষয়টি লক্ষ করা যায়। জনগণ দক্ষ, যোগ্য এবং সৎ মানুষকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করতে চায়। সুতরাং বলা যায়, জালালের নির্বাচিত হওয়ার কারণ হলো তার মধ্যে একজন যোগ্য নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলি রয়েছে। এ বিষয়টিই সহপাঠীদের তার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উদ্বিধিত জালালের ভূমিকা অর্থাৎ যোগ্য নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নেতৃত্ব হলো সেসব গুণাবলি যা অপরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অভিষ্ঠ স্থানে পৌছাতে সাহায্য করে। যোগ্য নেতা একটি জাতির অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক। যেকোনো সমাজ ও রাজনৈতিকব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা অপরিসীম। নেতার উত্তম গুণাবলিই একটি জাতিকে কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে। আর সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। কারণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করা, সামাজিক এক্য রক্ষা, সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি, নাগরিক সুখ ও সম্পদ বাড়ানো। কেবল যোগ্য নেতৃত্বেই এসব নিকে খেয়াল রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। উত্তম নেতৃত্ব সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য শাসনব্যবস্থার সবক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব সুশাসন নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। নাগরিকের অধিকার, স্বাধীনতা, নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তম নেতৃত্ব সজাগ দৃষ্টি রাখে। ফলে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। নেতার উত্তম গুণাবলিই একটি জাতিকে কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে। উদ্দীপকের জালাল তার আকর্ষণীয় গুণাবলি এবং কাজের দক্ষতার মাধ্যমে ত্বাসের শিক্ষার্থীদের বিষ্ণব অর্জন করেছে। অর্থাৎ জালাল একজন আদর্শ নেতা। আশা করা যায়, সে তার সহপাঠীদের দেশপ্রেম, দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতার আদর্শে উত্তুল্য করতে সক্ষম হবে। তার মতো নেতৃত্বের গুণের অধিকারীরাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তম ও দক্ষ নেতারা দেশ ও জাতির কাণ্ডারি। তাদের বিলম্ব নেতৃত্বেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ এগিয়ে যায়। তাই বলা যায়, জালালের মতো নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রমাণিত সাইফুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ গুণাবলির জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সম্মানের আসনে সমাচার। তিনি সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করতে পারেন। বিশেষত চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বাণিজ্য জন্য জনগণ তাঁর প্রতি মুগ্ধ।

- (বা. গো. ক্ল. বো. ১. গো. ক্ল. বো.-১৮। পৃষ্ঠা নং ৪/ক. উপদল কী? ১
খ. জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের আচরণে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দলের কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির কোনো ক্ষেত্রে স্থিত পোষণ করে কিংবা ক্ষুণ্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীব্যাপ্ত উন্ধারে এক্যবন্ধ হলে তাকে উপদল (Faction) বা কুচকু দল (Clique) বলে।

খ জাতি এমন একটি জনসমষ্টিকে নির্দেশ করে যা একই বংশ ও ভাষাগত ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তা সেই জনসমষ্টিকে নির্দেশ করে যারা একই বংশ, ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, সাহিত্য, আদর্শ, প্রতিহ্যা, আচার ও বীতি-নীতির মাধ্যমে এক্যবন্ধ।

জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

জাতি একটি সক্রিয় ও বাস্তব রাজনৈতিক চেতনা। অপরদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধারণা। জাতি গঠনে রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি; কিন্তু জাতীয়তার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন জরুরি নয়। জাতি হলো জাতীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়। অন্যদিকে, জাতীয়তা হচ্ছে জাতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থা। জাতি খুব সুসংহত হয়; কিন্তু, জাতীয়তা সুসংহত নাও হতে পারে।

৫ উদ্দীপকে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের আচরণে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

কোনো নেতা যখন তার নেতৃত্ব ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত ও উত্সুক করতে সক্ষম হন তখন সেই নেতৃত্বকে ‘সম্মোহনী বা জাদুকরি নেতৃত্ব’ (Charismatic leadership) বলা হয়। সম্মোহনী শব্দটির অর্থ হচ্ছে অন্যকে আকৃষ্ট করার বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি। আর এ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলিসম্পন্ন নেতা জনগণকে মুগ্ধ করতে পারেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যার্কওয়েবের (Max Weber) সর্বপ্রথম এ নেতৃত্বের ধারণা দেন। এ ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি অনেকটা অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। ত্রি নেতা জনগণকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেন যে, তারা তার কথার মাধ্যমে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তার কথার বাইরে যেতে পারেন না। মহাদ্বা গান্ধী, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতার মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাইফুল ইসলাম তার অসাধারণ গুণাবলির জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সম্মান পান। তিনি সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করতে পারেন। চারিত্বিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বাণিজ্যিক জন্য জনগণ তার প্রতি মুগ্ধ। তাই বলা যায়, সাইফুল ইসলামের আচরণে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

৬ ‘উদ্দীপকে বর্ণিত সম্মোহনী নেতৃত্ব জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে’— আমি এই কথার সাথে একমত।

বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে জরুরিত সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন সুযোগ নেতৃত্ব। উপর্যুক্ত নেতৃত্ব ছাড়া কোনো জাতি বা রাষ্ট্র অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। সুযোগ নেতৃত্বের মাধ্যমেই একটি জাতি অভিন্ন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবস্থ হয়। রাষ্ট্রের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের গুরেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারূপে পরিচালিত হয়। এ ধরনের নেতৃত্বই জাতীয় সংকট কাটিয়ে উঠতে এবং দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সম্মোহনী নেতৃত্ব একটি জনসমাজকে জাতীয়তাবোধে উত্সুক করে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় সহায়তা করতে পারে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ধরনের নেতৃত্বের উজ্জ্বল দ্রষ্টান্ত। তিনি তার সম্মোহনী নেতৃত্বের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবস্থ করেছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়েই বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের মতো সম্মোহনী নেতৃত্ব জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

প্রথা ▶ ৩ আহ্নাক এবং তাওসিফ একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। তারা দু'জন দুটি আলাদা সংগঠনের সাথে যুক্ত। আহ্নাকের সংগঠনটি সবসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে। অপরদিকে, তাওসিফের সংগঠনটি নিজেদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এবং সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, তাওসিফ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য।

জাতীয়তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আহ্নাক এবং তাওসিফের সংগঠনটি নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

২. ছি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত আহ্নাকের সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা কর।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠন দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪

৩ নথি প্রশ্নের উত্তর

১ নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

২ যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে ছি-দলীয় ব্যবস্থা বলে।

ছি-দলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিস্থিতি দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হতে দেখা যায়। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতাদর্শ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

৩ উদ্দীপকে উল্লিখিত আহ্নাকের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল হলো নিমিত্ত মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমন্বিত হাতা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবস্থ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণে তারা ঐক্যতা পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, আহ্নাক একটি গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। সে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত। তার সংগঠনটি সবসময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে। অর্থাৎ আহ্নাক রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্যে থাকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এ জন্য তারা সরকারি কাজের সমালোচনা করে এবং দেশের সমস্যাগুলো জনগণের সামনে তোলে ধরে। তাই বলা যায়, আহ্নাকের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। কেননা, রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

৪ উদ্দীপকে উল্লিখিত আহ্নাকের সংগঠনটি হলো চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

উদ্দীপকের আহ্নাকের সংগঠনের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়া। অর্থাৎ, সে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, তাওসিফের সংগঠনটি নিজের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এবং সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, তাওসিফ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রিত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতা দলের চেষ্টা করে। অপরদিকে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যরা সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বরং তাদের উদ্দেশ্য গোষ্ঠী স্বার্থোদ্ধার। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য

থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। সংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য। আবার, রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না। তবে এই দুটি সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য হলো তারা উভয়ই নিদিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ৪ ছেচ্ছাচারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিবুদ্ধে আলোচন গড়ে তোলার জন্য আনিস গ্রামের যুবকদের একত্রিত করে একটি সংগঠন তৈরি করে। তারেই সংগঠনটির কর্মকাণ্ড ইউনিয়ন জুড়ে বিস্তৃত হয় এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সবাই আনিসের কথা ও কর্ম বিশ্বাস স্থাপন করে। তার নেতৃত্বকৃত ও দেশপ্রেম সবাইকে মৃগ্ধ করে। পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে তার সংগঠনটি অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

জ. বোঃ ১৭। প্রশ্ন নং ৫/

ক. পৌরনীতি ও সুশাসনের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. আইন প্রণয়নে আমলারা কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনিসের সংগঠনটির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন সংগঠনটির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আনিসের নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা মানবিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই হলো সুশাসন।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা বৃন্দ 'Delegated Legislation' তথা অর্পিত স্বত্ত্বাপন্ত আইন প্রণয়ন করেন।

আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বর্তমান যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অসংখ্য আইন প্রয়োজন হয় যা বিস্তারিতভাবে রচনা করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে অর্থ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির মতো জাতিল ও স্পর্শকাতর বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশলগত জ্ঞান ও বিচক্ষণতা রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেরই থাকে না। ফলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনসভা অনেক সময় আমলাদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এক্ষেত্রে আমলাদেরকেই আইনের খসড়া প্রণয়নের মতো বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনিসের সংগঠনটির সাথে আমার পঠিত রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল হলো নিদিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শ ও নীতির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে এক্যুবন্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে কখনো কখনো দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা বা মতপার্থক্য ঘটলেও বৃহত্তর দলীয় বা জাতীয় স্বার্থে তারা একেবন্ধ থাকেন। আনিসের সংগঠনটির মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিস ছেচ্ছাচারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিবুদ্ধে আলোচন করার জন্য কিছু যুবককে এক্যুবন্ধ করে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করে তিনি এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেন এবং জনস্বত্ত্বের মাধ্যমে তার সংগঠনের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধি করেন। পরবর্তী সময় তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা এভাবে একে একে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন, এর প্রতি জনসমর্থন অর্জন এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার গঠন করতে নির্বাচনে অংশ নেয়। রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থে কাজ করে এবং দেশ ও দেশবাসীর সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে নিয়মিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দলের মতাদর্শের অনুকূলে জনস্বত্ত্বের সংগ্রহের চেষ্টা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও কার্যপদ্ধতির দিক দিয়ে আনিসের সংগঠনটি রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ উদ্দীপকের আনিস উভয় নেতৃত্ব গুণের অধিকারী। তাই তার নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

একটি দল, সমাজ বা দেশের মানুষকে সার্বিক নির্দেশনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালনা করাই হচ্ছে নেতৃত্ব। সাধারণভাবে নেতৃত্ব গুণাবলীকে নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব উভয় গুণাবলি একটি জাতিকে কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে। আর সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও দক্ষ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। আনিস উভয় ও দক্ষ নেতৃত্বের অধিকারী। তাই তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।

আনিস একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে এলাকার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তিনি দেশপ্রেম ও নেতৃত্বকার আদর্শ নেতা বলা যেতে পারে। আনিসের মতো নেতৃত্বের গুণের অধিকারীরাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, সামাজিক এক্যু গড়ে তোলা ইত্যাদি। আর যোগ্য নেতৃত্বে এসব দিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। যোগ্য নেতা সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করেন। নারী ও সংখ্যালঘুসহ সব প্রেরণ নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে উভয় নেতৃত্ব সজাগ দৃষ্টি রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, উভয় ও যোগ্য নেতারা দেশ ও জাতির কাণ্ডারি। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যায় এবং দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। তাই বলা যায়, আনিসের নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

প্রশ্ন ৫ জনাব আজিজ একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তার ইউনিয়নের সব নাগরিক যেকোনো সমস্যায় তার কাছে যায়। বিবাদ মীমাংসার জন্য সবাই ইউনিয়ন আদালতে অভিযোগ দায়ের করে। জনাব আজিজ নিরপেক্ষভাবে সব বিবাদের মীমাংসা করে দেন। তিনি এলাকার উন্নয়নে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সবাই তার ওপর আশ্বাসীশী।

জ. বোঃ ১৭। প্রশ্ন নং ৫/

ক. মানবাধিকার কাকে বলে? ১

খ. "আইনের চোখে সবাই সমান" — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আজিজের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হল সরকারের কী কী করণীয়? মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্ত তা-ই মানবাধিকার।

৬ আইনের দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান এবং সবার ক্ষেত্রে অভিন্ন আইন প্রযোজ্য।

ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-ধর্মী-গরিব নির্বিশেষে সবাই আইনের কাছে সমান। কেউ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয়। সবাই আইন মেনে চলতে বাধ্য। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঢ়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

৭ উদ্দীপকের চেয়ারম্যান জনাব আজিজের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

সাধারণ অর্থে নেতৃত্ব বলতে একজন নেতার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলিকে বোঝায়। তবে পৌরনীতিতে একজন ব্যক্তি বা কোনো একটি দলের নেতা কী গুণের অধিকারী এবং তা অন্যকে কতটা প্রভাবিত করছে তাকেই নেতৃত্ব বলে। নেতার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলির ওপর ভিত্তি করে নেতৃত্ব নানা ধরনের হতে পারে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এগুলোর অন্যতম। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও কাজ করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। জনাব আজিজও একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব আজিজ জনগণের ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান। তাই জনগণের মঙ্গল সাধনই তার প্রধান কর্তব্য। এ কারণে তিনি জনগণের সমস্যা মন দিয়ে শোনেন এবং নিরপেক্ষভাবে তার সমাধানের চেষ্টা করেন। আজিজ সাহেব একজন যোগ্য জনপ্রতিনিধি। তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করেন এবং গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে এলাকার প্রশাসন পরিচালনা ও উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। প্রকৃত গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অধিকারীরা জনগণকে সব কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতেই সব কাজ করেন। তারা মানুষের অধিকার, কল্যাণ ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তারা জনগণকে সংগঠন বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তাই তাদের সব কর্মকাণ্ড জনগণকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। চেয়ারম্যান আজিজ সাহেব এসব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেন বলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তিনি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অধিকারী।

৮ জনাব আজিজের ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারকে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক ও কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সরকার একটি রাষ্ট্রের পরিচালক। তাই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার যদি জনাব আজিজের মতো জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাদের সমস্যা সমাধানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তবে তা জনগণের আস্থা আর্জন করবে। এভাবে সুশাসন বা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আজিজ তার এলাকায় গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ও কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সরকার যদি রাষ্ট্রে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তাকে প্রথমেই অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতি বেয়াল রেখে সরকারকে নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। এরপর জনগণের সম্পদ ও সামর্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রতি সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের সমস্যাকে মাথায় রেখে বাস্তবধর্মী ও যুগেয়োগী আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের অবাধ চলাফেরা ও নিশ্চিত জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে জনগণকে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। সর্বোপরি প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সরকার যদি জনগণকে সাথে নিয়ে সব নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে, তবে উদ্দীপকের ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ৬ ‘খ’ নামক একটি রাষ্ট্রে শামীম ও জামিল দুই ভাই একটি কারখানায় কাজ করে। শামীম ‘ক’ নামক একটি সংগঠনের নেতা। তার সংগঠনটি জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করতে চায়। অন্যদিকে, জামিল ‘খ’ নামের একটি সংগঠনের জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করতে চায়। এ সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

ব্র. বি. ১৭। প্রশ্ন নং ৬।

১. শিক্ষকতা কোন ধরনের নেতৃত্ব?

২. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

৩. উদ্দীপকে ‘ক’ ও ‘খ’ নামের সংগঠনের ধরন কীবৃপ? ব্যাখ্যা করো।

৪. উদ্দীপকের ‘ক’ সংগঠনের মাধ্যমে কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? জাতীয় উন্নয়নে এ সংগঠনের গুরুত্ব বিশ্বেষণ করো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষকতা বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্ব।

খ কোনো নেতা তার নেতৃত্ব ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে মুক্ত, অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে সক্ষম হলে তার নেতৃত্বকে সম্মোহনী বা জানুকরি নেতৃত্ব’ (Charismatic Leadership) বলা হয়।

সম্মোহন শব্দটির অর্থ হচ্ছে আকৃষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ গুণ। আর এ ধরনের বিশেষ গুণসম্পন্ন নেতা জনগণকে মুক্ত করতে পারেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) সর্বপ্রথম এ নেতৃত্বের ধারণা প্রদান করেন। অবিভক্ত ভাবতরম্ভের মহাজ্ঞা গান্ধী, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রযুক্ত নেতার মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণ ছিল।

গ উদ্দীপকের ‘ক’ নামক সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল এবং ‘খ’ নামক সংগঠনটি হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

উদ্দীপকের শামীমের সংগঠনের উদ্দেশ্য জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করা। অর্থাৎ সে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, জামিলের সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ জামিল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রিত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বরং তাদের উদ্দেশ্য কোন নিজের গোষ্ঠীর অধিকার বা স্বার্থ আদায় করা। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলো দেখা যায় উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত একটু ভিন্ন। এগুলো সাধারণত পাশ থেকে কাজ করে। আবার, রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না। অন্যদিকে এই দুটি সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য হলো, তারা উভয়েই নিন্দিত কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়। উভয়েই জনগণকে উন্মুক্ত করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সরকার যদি জনগণকে বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কাজ করতে চায় তবে উদ্দীপকের ইউনিয়নের মতো রাষ্ট্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের 'ক' নামক সংগঠনটি জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করতে চায়। একইভাবে রাজনৈতিক দলও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করতে চায়। তাই বলা যায়, 'ক' নামক সংগঠনটি একটি রাজনৈতিক দল। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে এ ধরনের দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু কর্মকাণ্ডের ওপর একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে। কেবল, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতি বিধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও সরকার গঠনের পর তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়। দলগুলো রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং তার সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরা জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেও তোলে। ফলে রাজনীতি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের উদাসীনতা ও অজ্ঞতা দূর হয় এবং তাদের মধ্যে অধিকার আদায়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় স্বার্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয় এক্য তৈরি করে। আবার, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের ভুলভুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। ফলে বিরোধী দলের সমালোচনার চাপে সরকারি দল জনকল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়। সর্বোপরি প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বিকল্প সরকার হিসেবে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরের কার্যক্রমগুলো পরিচালনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দল জাতীয় উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৭ অধ্যাপক আবু নোমান একজন রাজনীতিক। তিনি সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণও তাকে অন্ধকারে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে।

(দ্বি. বো. ১৭। গঃ নং ৬)

- | | |
|--|---|
| ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? | ১ |
| খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের আলোকে জনমত গঠনে কোন কোন মাধ্যম তুমি সর্বাঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো? | ৩ |
| ঘ. একজন নেতার কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করো? | ৪ |

উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত লেখো।

নেতা হিসেবে তিনি জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি দিয়ে থাকেন। নিজের দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে জনমতকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন। তাছাড়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকেই জনমত গঠনের শ্রেষ্ঠ বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক দল ব্যতীত জনমত থাকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। রাজনৈতিক দল তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিক্ষিপ্ত জনমতকে একটি সুসংগঠিত বৃপ্ত দিতে সক্ষম হয়। আবার, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে জনমত গঠনে সভা-সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন এবং বৃন্দজীবীরা সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভিন্ন দল ও মতের তুলনামূলক বিশ্বেষণ ও মূল্যায়ন করে সঠিক মতামত গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং বলা যায়, উপরে উল্লেখিত কর্মকাণ্ড বা বাহনগুলোর মাধ্যমে সফলভাবে জনমত গঠিত হতে পারে।

ব একজন নেতাকে আস্ত্রসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৎ সাহস, বিশ্বাস, আনুগত্যসহ বিভিন্ন গুণের অধিকারী হতে হয়।

নেতৃত্ব দিতে হলো ব্যক্তিকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন- একধা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নেতার দূরদৃষ্টি না থাকলে তিনি এমন নীতি অনুসরণ করবেন, যা টেনে আনবে হতাশা বা অন্ধকার। ন্যায়-নীতি নেতৃত্বের এক বিশেষ গুণ। ন্যায়-নীতি ছাড়া নেতার পক্ষে অনুসরণকারীদের উত্ত্বষ্ট করা সম্ভব হয় না। নিজে আস্ত্রবিশ্বাসে বলীয়ান না হলে অপরের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না।

আস্ত্রসংযমও নেতার বিশেষ গুণ। আস্ত্রসংযম ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। আস্ত্রবিশ্বাসের ক্ষমতা ও সদাচরণ নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য গুণ। আকর্ষণীয় তথা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বও নেতার একটি অপরিহার্য গুণ। ব্যক্তিত্বের সম্মোহনীয় শক্তিই নেতাকে সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র করে তোলে এবং তিনি সবার আনুগত্য লাভ করেন। নেতার কর্ম, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ তার ব্যক্তিত্বকে মোহনীয় করে তোলে। নেতার অভিজ্ঞতা এবং তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার কর্মপ্রবাহকে গতিশীল করে। অন্যদিকে অভিজ্ঞতার অভাব নেতৃত্বকে দুর্বল করে দিতে পারে। নেতার মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতা এ উভয় গুণ থাকতে হবে। এছাড়া নেতা ও তার অনুসারীরা অন্যদের প্রতি হবেন নিরপেক্ষ। তার ন্যায়-নীতি হতে হবে প্রশংসনীয়। কোন বাধা নেতার পথরোধে সক্ষম হবে না। এসব গুণ একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতায় পরিণত করে।

জাতীয় এক্য ও সংহতি রক্ষা এবং দেশকে এগিয়ে নিতে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্ব জাতিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

গ ▶ ৮ মি. 'ক' একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আছেন। নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি জনগণের সেবা করেন। জনগণও তার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট। স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত তিনি এক ধরনের নেতৃত্ব কাঠামো তৈরি করেছেন। যে কাঠামোর মাধ্যমে তিনি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত সব ধরনের সেবা ও প্রয়োজনীয় কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করেন।

(দ্বি. বো. ১৭। গঃ নং ১১)

- | | |
|--|---|
| ক. গণতন্ত্র কী? | ১ |
| খ. চাপসূচিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি রাজনৈতিক দলের মৌলিক কাজগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. "একটি সুষ্ঠু নেতৃত্বই পারে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে"— উক্তিটি বিশ্বেষণ করো। | ৪ |

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।

খ রাজনৈতিক দল (Political party) হলো কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে।

সাধারণত রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য থাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ, সরকার গঠন ও পরিচালনা, নিজেদের নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও সব নাগরিকের কল্যাণের জন্য কাজ করা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পরোক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই রাজনৈতিক দলই হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ।

গ উদ্দীপকের আলোকে জনমত গঠনে যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দল এবং সভা-সমিতিকে আমি সর্বাঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

উদ্দীপকের অধ্যাপক আবু নোমান একজন রাজনীতিক এবং তিনি তার

ক যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে এবং

৪ চাপসূচিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে একধরনের সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসূচিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এ সব গোষ্ঠী সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যতটা সম্ভব আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসূচিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

৫ রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকব্যবস্থা সংরক্ষণে সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক দল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি মৌলিক উপাদান। গণতন্ত্রিক চিন্তাধারায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলিকে নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত করা, রাষ্ট্রকর্মতায় যাওয়া ও রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলেও এর আরো অনেক মৌলিক কাজ রয়েছে।

রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান কাজ দলের আদর্শের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সংরক্ষণ করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল সভাসমিতি, বিবৃতিসহ বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে। নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং প্রার্থীর পক্ষে ডোটি সংগ্রহের চেষ্টা করে। জনগণের আস্থাভাজন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সাধারণত জনমতের প্রতি লক্ষ রেখে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে, যা গণতন্ত্রের ভিত্তিক মজবুত করে। জনগণ সাধারণত কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। রাজনৈতিক দলই জনগণের বিক্ষিণ্ণ ও পরম্পরাবিরোধী মতামতকে সংগঠিত করে। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনগণের অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে পৌছায় এবং সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবহিত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল সরকারের ব্রেঙ্গাচারিতা বোধ করে এবং বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। তাদের সমালোচনার চাপে ক্ষমতাসীন দল সাধারণত বৈরাচারী ভূমিকায় অবর্তীণ হতে পারে না। ফলে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকে। রাজনৈতিক দল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি ভেদাভেদ অতিক্রম করে জাতীয় প্রক্রিয়া তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা গণতন্ত্রে কার্যকর করতে অপরিহার্য। রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে।

৬ “একটি সুস্থ নেতৃত্বে পারে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে”— এ উক্তিটিতে দেশের উন্নয়নে সুস্থ নেতৃত্বের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ। একজন যোগ্য নেতা জাতির পথপ্রদর্শক। তিনি একটি জাতি ও রাষ্ট্রকে এক্যা, সংহতি ও প্রগতির পথে পরিচালিত করতে পারেন। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। কোনো ব্যক্তি বা দলের যে নৈতিক গুণাবলি নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে বিশেষ দিকে ধাবিত করে তাকে নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কারক তথা সামাজিক নেতৃত্ব প্রভৃতি।

উদ্দীপকে বর্ণিত ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে যে নেতৃত্ব ভূমিকা রাখে তাই সামাজিক নেতৃত্ব বা সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব। যেমন— দৈশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱ, রাজা রামমোহন রায়, নবাৰ স্যার সলিমুল্লাহ প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ছিলেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন নতুন উত্তীবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে তাদেরকে ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। দশজন ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ বিজয়ীর মধ্যে ইফতি অন্যতম। সমাজের কল্যাণে কাজ করা ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব প্রদানের কারণেই ইফতি এ পুরস্কার পেয়েছে। শিশু নির্যাতন ও হয়রানির মত জাতিল সামাজিক সমস্যা শিশুদের সাথে আলোচনা করে কীভাবে নিরোধ করা যায়— এ ব্যাপারে পিতামাতাকে সচেতন করাই ইফতির প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ইফতির এসব গুণাবলি মূলত তার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বকেই নির্দেশ করে। সুতৰাং বলা যায়, উদ্দীপকের ‘ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ’।

৭ উদ্দীপকে বর্ণিত, নতুন নতুন উত্তীবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তাদেরকে ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের স্থপতি বিরোধী দলীয় নেতা জনাব এজাজ আহমেদ। অর্ধাৎ তিনি জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে তিনি জাতীয় সংসদে নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করেন।

প্রথমত, জাতীয় সংসদ তথা আইনসভার একজন সদস্য হিসেবে তিনি আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন।

বিতীয়ত, গঠনমূলক বিরোধিতার মাধ্যমে সরকারের কোনো ভুল সিদ্ধান্তকে সংশোধন করতে সহায়তা করেন।

পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এ ধরনের গুণের অধিকারী একজন নেতৃত্বের পক্ষেই জাতি ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে, কোনো দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে সুস্থ নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রন ৯ নতুন নতুন উত্তীবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তাদের ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। বিরোধী দলীয় নেতা জনাব এজাজ আহমেদ এই প্রকল্পের স্থপতি। দশজন ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ বিজয়ীদের মধ্যে ইফতি অন্যতম। তার প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো শিশু নির্যাতন ও হয়রানির মতো জাতিল ইস্যু কীভাবে শিশুদের সাথে আলোচনা করে নিরোধ করা যায়— এ ব্যাপারে পিতামাতাকে সচেতন করা।

পৃষ্ঠা ১৭ | পৃষ্ঠা নং ১০/

১. জনমত কী?

২. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝা?

৩. ‘ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ’—ব্যাখ্যা করো।

৪. সংসদে জনাব এজাজ আহমেদ এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমত বলতে সাধারণত সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় সম্পর্কে জনগণের সুস্থিতি, কল্যাণকামী ও যুক্তিযুক্ত মতামতকে বোঝায়, যা সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

খ সৃজনশীল ৬ নং এর ‘ৰ’ প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইফতির কর্মকাণ্ডের আলোকে বলা যায়, ‘ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ’।

নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতৃত্বের পুণ্যাবলিকে বোঝায়। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। কোনো ব্যক্তি বা দলের যে নৈতিক গুণাবলি নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে বিশেষ দিকে ধাবিত করে তাকে নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কারক তথা সামাজিক নেতৃত্ব প্রভৃতি।

উদ্দীপকে বর্ণিত ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে যে নেতৃত্ব ভূমিকা রাখে তাই সামাজিক নেতৃত্ব বা সমাজ সংস্কারক নেতৃত্ব। যেমন— দৈশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৱ, রাজা রামমোহন রায়, নবাৰ স্যার সলিমুল্লাহ প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন নতুন উত্তীবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে তাদেরকে ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। দশজন ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ বিজয়ীর মধ্যে ইফতি অন্যতম। সমাজের কল্যাণে কাজ করা ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব প্রদানের কারণেই ইফতি এ পুরস্কার পেয়েছে। শিশু নির্যাতন ও হয়রানির মত জাতিল সামাজিক সমস্যা শিশুদের সাথে আলোচনা করে কীভাবে নিরোধ করা যায়— এ ব্যাপারে পিতামাতাকে সচেতন করাই ইফতির প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ইফতির এসব গুণাবলি মূলত তার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বকেই নির্দেশ করে। সুতৰাং বলা যায়, উদ্দীপকের ‘ইফতি সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের উদাহরণ’।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত, নতুন নতুন উত্তীবনী প্রকল্পের মাধ্যমে যারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তাদেরকে ‘যুব নেতৃত্ব পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের স্থপতি বিরোধী দলীয় নেতা জনাব এজাজ আহমেদ। অর্ধাৎ তিনি জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে তিনি জাতীয় সংসদে নিম্নরূপ ভূমিকা পালন করেন।

প্রথমত, জাতীয় সংসদ তথা আইনসভার একজন সদস্য হিসেবে তিনি আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন।

বিতীয়ত, গঠনমূলক বিরোধিতার মাধ্যমে সরকারের কোনো ভুল সিদ্ধান্তকে সংশোধন করতে সহায়তা করেন।

তৃতীয়ত, দেশ ও জনগণের স্বার্থে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে সরকারকে সুপরামর্শ প্রদান করেন।

চতুর্থত, জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারকে সমর্থন প্রদান করেন।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে ব্যাখ্যা করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ষষ্ঠত, জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজ নির্বাচনি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সংসদে উত্থাপন করে তা সমাধানের দাবি জানান।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, একজন সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে জনাব এজাঁজ আহমেদ দেশ ও জনগণের কল্যাণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ১০ জনাব 'ক' একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির কর্মকাণ্ড সারা দেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন ভৌটাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি এগুলো সমাধানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অন্যদিকে 'ক' এর বন্ধু অন্য একটি সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটি সুবিধা লাভের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে।

/চ. বো. ১৭/ গ্রন্থ নং ১০/

ক. জনমত কী?

১

খ. জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা লিখ।

২

গ. উক্তিপক্ষে বর্ণিত 'ক' এর সংগঠনটি প্রধানত কোন কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করে কর্মসূচি প্রণয়ন করে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উক্তিপক্ষে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে কার কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো।

৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যাগরিষ্ঠের সুচিহ্নিত, যুক্তিসম্মত ও কল্যাণকামী মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম।

সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ দেশ-বিদেশের যাবতীয় খবরাখবর জনতে পারে। আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন অভা-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্র যেমন সরকারের প্রশংসা করে, তেমনি গঠনমূলক সমালোচনাও করে। আর এ সমালোচনার ভয়ে সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনায় সংযোগ পায়। এজনাই বলা হয়, 'প্রেস যেভাবে বলে, জনমত সেভাবে গড়ে ওঠে'। তবে যিথ্যাও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা উচিত নয়। কেননা, তা সুষ্ঠু জনমত গঠনে সহায়ক নয়।

গ উক্তিপক্ষে বর্ণিত 'ক' সংগঠনটির কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ করে।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতামর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। যে সকল মাধ্যম ব্যবহার করে জনাব 'ক' এর সংগঠনটি বা রাজনৈতিক দল তাদের কর্মসূচি পরিচালনা করে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

টেলিভিশন ও রেডিও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রাজনৈতিক দল টেলিভিশন ও রেডিও প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে জাতীয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে জনগণকে সচেতন করে এবং বন্ধনিষ্ঠ বিষয়গুলো জাতির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। রাজনৈতিক দল তাদের নানা কর্মসূচি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণকে জানাই। এটি দেশ-বিদেশের সব খবর জাতির সামনে তুলে ধরে। এটি সরকারের যেমন প্রশংসা করে, তেমনি গঠনমূলক সমালোচনাও করে। সভা-সমিতি জনমত গঠনের অন্যতম মাধ্যম। রাজনৈতিক দল সরকারের নীতি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডগুলো

সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরে এবং নিজেদের পক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট থাকে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনে রেসকোর্স ময়দানে বাজালি জাতির পিতা বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়াও পোন্টারিং, বিলবোর্ড ও দেয়াল লিখনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

ঘ উক্তিপক্ষে বর্ণিত জনাব 'ক' এর সংগঠনটি রাজনৈতিক দল, আর 'ক' এর বন্ধুর সংগঠনটি দিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত সংগঠন দুটির মধ্যে জনাব 'ক' এর সংগঠন তথা রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।

গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাগ্রত জনমত। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেবু জনমত সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দল সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। আবার, সরকারি দল নিজের সফলতাকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনমত গঠনের চেষ্টা করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচুতি জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দল জনগণকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। রাজনৈতিক দলের বক্তৃত্ব ও কর্মকাণ্ড জনগণকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলে। আর রাজনৈতিক দলের নানামূল্যী প্রচারণায় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে। ফলে সুস্থ ও সংহত জনমত গড়ে ওঠে। আবার, রাজনৈতিক দল দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি ভেদাভেদে উপেক্ষা করে জাতীয় ঐক্যত্ব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, উক্তিপক্ষে বর্ণিত সংগঠন দুটির মধ্যে 'ক' সংগঠনটির কার্যক্রম জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ১১ 'ক' ও 'খ' দুটি সংগঠনের সদস্য। 'ক'-এর সংগঠনটি দেশের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক তা সমাধানের লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বিভিন্ন উপায়ে জনসমক্ষে তুলে ধরে। জনসমর্থনের মাধ্যমে তার সংগঠন ক্ষমতায় গিয়ে জনসেবা করতে চায়। অপরদিকে 'খ' এর সংগঠন গোষ্ঠীস্থানকে প্রাধান্য দেয় এবং তা আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে।

/চ. বো. ১৭/ গ্রন্থ নং ৬/

ক. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী?

১

খ. একদলীয়ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

২

গ. 'ক'-এর সংগঠনটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. পণ্ডতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে 'খ'-এর সংগঠন অপেক্ষা 'ক'-এর সংগঠনের গুরুত্ব বেশি— বিশ্লেষণ করো।

৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থক্ষে নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

খ রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকে এবং সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঐ দলের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়, তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা (One party system) বলে।

একদলীয় ব্যবস্থায় একটি দলই সব ক্ষমতার অধিকারী। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্য সব দল নিষিদ্ধ। এতে দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। ছাতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানির এডলফ হিটলারের 'নার্সি দল' এবং ইতালির বেনিতো মুসোলিনির 'ফ্লাসিস্ট দল' একদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ। এছাড়া বর্তমানে চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ইত্যাদি রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত।

গ উদ্দীপকের 'ক' এর সংগঠনটির কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে কাজ করে। কোন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা অভিন্ন মতাদর্শ ও নীতির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবন্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও দল বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনে সাধারণত তারা ঐক্যবন্ধ থাকেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম চালায়। জনসমর্থন আর্জনের মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয় লাভ এবং সরকার গঠনের মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'ক' এর সংগঠনটি দেশের সমস্যা সমাধানে জনগণের সামনে তাদের কর্মসূচি তুলে ধরে। সংগঠনটি জনসমর্থন নিয়ে বাস্তুক্ষমতায় যেতে চায়। অতএব বলা যায় 'ক' এর সংগঠনটির কার্যক্রমের সাথে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'ক' এর সংগঠন দিয়ে রাজনৈতিক দল আর 'খ' এর সংগঠনের মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি সংঘকে বোঝায় যা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে চায়। আর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে এর নীতি ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা অনেক সীমিত।

রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ সরকার গঠন করা। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য হলো বিভিন্ন কৌশলে সরকারের সিদ্ধান্তগুলি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে নিজেদের গোষ্ঠীবার্ষিক রক্ষণ করা। এ থেকে স্পষ্ট, রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। আবার রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য যেহেতু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও জনগণের কল্যাণ সাধন করা সেহেতু এটি অধিকতর জনমুখী।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও পরিচালিত। এর নেতৃত্ব ও কার্যক্রম পরিচালনায় যুক্তরা একেকটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের সংগঠক, কর্মী ও সমর্থকরা সাধারণত আপামর জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে থাকে। গণতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সঞ্চয়, সচেতন ও সদাজ্ঞাত জনমত। রাজনৈতিক দল বৃক্তা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেবুপ জনমত সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দলই জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে বিরোধী রাজনৈতিক দলকেই সরকারের বৈরোচনী আচরণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, গণতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গণতাত্ত্বিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণ। সে তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ও পরিধি অনেক সীমিত। এসকল কারণেই গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন **১২** সুষমা তার বন্ধু লী পেং এর দেশে বেড়াতে যায়। সে দেশের মহাপ্রাচীর দেখে সুষমা ভীষণ মুগ্ধ হয়। আরও বিস্মিত হয় এটা জেনে যে, তাদের আইনসভায় সরকারি সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধিতা নেই। অপরদিকে সুষমার দেশের সরকার যখন ৫০০ ও ১০০০ বুপির নেট বাতিল করে, তখন সরকার আইনসভার ভেতরে এবং বাইরে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

ক. উপদল কী?

খ. গণতাত্ত্বিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনা করো।

গ. সুষমা যে দেশে বেড়াতে গিয়েছে, সেখানে কোন ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুষমার দেশের দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দলের কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা ক্ষুণ্ড ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবার্ষিক উদ্বারে ঐক্যবন্ধ হলে তাকে উপদল (Faction) বা কুচকু দল (Clique) বলে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থের নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরকারের নীতি অগণতাত্ত্বিক বা বৈরোচনী হলে তারা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সতর্ক করে দেয়। এতে কাজ না হলে তারা আল্দেলনের মাধ্যমে সরকারকে গণতাত্ত্বিক সীতি-নীতি পালনে বাধ্য করে।

গ সুষমা যে দেশে বেড়াতে গিয়েছে, সেখানে একদলীয়ব্যবস্থা বিদ্যমান। মহাপ্রাচীরের উরেখ থাকায় দেশটি সমাজতাত্ত্বিক দেশ চীন বলে ধরে নেওয়া যায়।

রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবেই একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এই একটিমাত্র দলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা (One Party System) বলে। এ ব্যবস্থায় একটি দলের কাছেই সব ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতাসীন দল ছাড়া আর কোনো দলের অনুমোদন থাকে না। একদলীয় ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। বিতীয় বিশ্বযুক্তির পূর্বে জার্মানিতে হিটলারের প্রতিষ্ঠিত 'নার্সি দল' এবং ইতালিতে মুসোলিনীর প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্ট দল' একদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ। বর্তমান বিশ্বে সমাজতাত্ত্বিক দেশ চীন, উত্তর কোরিয়া ও কিউবায় একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, সুষমা যে দেশে বেড়াতে গিয়েছে, সে দেশের আইনসভায় সরকারি সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধিতা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানে কোনো কার্যকর বিরোধী দল নেই। সুতরাং এটি একদলীয় শাসনব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে যা চীনসহ কয়েকটি দেশে প্রচলিত।

ঘ উদ্দীপকে উরেখিত সুষমার দেশে কোনো বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংসদের ভেতরে ও বাইরে সমালোচনা হয়ে থাকে, যা বহুদলীয় ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। উদ্দীপক থেকে স্পষ্ট, এখানে জনসংখ্যার বিচারে বিশেষ বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের কথাই বোঝানো হয়েছে।

কোনো দেশে রাষ্ট্রীক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল সংক্রিয় থাকলে তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। এধরনের ব্যবস্থায় কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠন করতে পারে; আবার অনেক সময় সমমনা দলগুলোকে নিয়ে 'জোট সরকার' (Coalition Government) গঠন করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থার দোষ-গুণ উভয়ই রয়েছে। বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো হলো-

বহুদলীয় ব্যবস্থা সমাজের ভিন্নমুখী জনমত প্রকাশে সহায়তা করে। দেশে বিভিন্ন মত ও আদর্শের রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি থাকায় জনগণ পছন্দের দলের নীতি-আদর্শের সাথে একমত পোষণ করতে পারে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত কোনো দল নির্ভুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বৈরোচনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল সভা, বিবৃতি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের নীতি ও কর্মসূচি তুলে ধরে। আবার, বিরোধী দল সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। এর ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেক সময় কোনো দলের পক্ষে এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না। এতে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে জোট সরকার গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজের সংখ্যালঘু শ্রেণি বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীরাও সরকার গঠনে অংশ নিতে সীমান্ত স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে।

আবার বহুদলীয় ব্যবস্থার কিছু দোষও বিদ্যমান। যেমন— এ ব্যবস্থায় সরকার সাধারণত স্বল্পস্থায়ী হয়। কারণ বিভিন্ন কারণে জনগণ বা সহযোগী দলের সমর্থন থারিয়ে ফেললে সরকারের পতন হতে পারে। বহুদলীয় ব্যবস্থার একটি বড় অসুবিধা হলো দলগুলোর মধ্যে অবিরাম অন্তর্বন্ধ। এরূপ অন্তর্বন্ধের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গন প্রায়ই বিশৃঙ্খল ও উত্তপ্ত থাকে। এ ব্যবস্থায় অনেক সময় অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। সরকার পরিচালনার জন্য তাদের আমলাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ সুযোগে সরকারে আমলাতন্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাই কাম্য। তবে দলগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক, গণমুখী, সুশ্রূত্ব তথা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবন্ধ হতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব 'ক' একজন মুক্তিযোদ্ধা ও একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জনপ্রিয় নেতা। বিগত ২টি জাতীয় নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। উদার, নিরপেক্ষ ও সহমশীল আচরণ দ্বারা তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ফলে তাঁর এলাকায় কোনো রাজনৈতিক হানাহানি নেই। তাছাড়াও এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে সবসময় জনগণের পাশে থাকেন। তাই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার সকল মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচূম্বী।

/বৰো ১৭/ গ্রন্থ নং ৫/

ক. নেতৃত্ব কী? ১

খ. চাপস্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' এর ভূমিকাকে কী বলে? এর প্রয়োজনীয় গুণাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনাব 'ক' এর ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক"— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ. সূজনশীল ১নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' এর ভূমিকাকে 'নেতৃত্ব' বলে।

যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সামনে থেকে সরকারী পরিচালনা করেন তাকে নেতা বলে। আর নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে নেতৃত্ব বলে। নেতৃত্ব দ্বারা একজন মানুষ কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য অঙ্গনের জন্য নিযুক্ত একদল মানুষকে নির্দেশ প্রদান করে, সহযোগিতা করে এবং পরামর্শ দেয়। বস্তুত নেতৃত্ব একটি প্রক্রিয়া এবং নেতা সে প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। আর সঠিক নেতৃত্ব সফলতার চাবিকাঠি।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, জনাব 'ক' একজন মুক্তিযোদ্ধা ও একটি রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয় নেতা। তিনি বিগত দুটি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। উদার, নিরপেক্ষ ও সহমশীল আচরণের জন্য, দল, মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে সমান জনপ্রিয়। তার আচরণে আমরা যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি দেখতে পাই। নেতৃত্বের এসব গুণাবলি বাদেও আরো গুণ রয়েছে। যেমন—

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। চরিত্রের মাধুর্য, নমনীয়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণ নেতাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে।

নেতার একটি আকর্ষণীয় গুণ হলো বৃদ্ধিমত্তা। নেতার বোধশক্তি হবে তীক্ষ্ণ। সমস্যা সমাধানে বৃদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে নেতা জনগণের নিকট নিজেকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন্নে অধিষ্ঠিত করেন।

নেতাকে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে।

ঘ. সূজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ উমৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। একদিন তিনি শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার পর এলাকার লোকজন তাকে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানালেন। এরপর উমৎ স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এসব সমস্যার কথা জানিয়ে ব্যর্থ হলেন। তারপর তিনি দাবি আদায়ের জন্য এমন একটি সংগঠনে যোগদান করেন, যেটি জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য বৈধ উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে।

/সি. বৰো, ষ. বৰো ১৭/ গ্রন্থ নং ১/

ক. জনমত কী?

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উমৎ এর সংগঠনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উমৎ এর মতো যোগ্য ব্যক্তির ভূমিকা অপরিসীম'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিহ্নিত মতামতই জনমত।

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কোনো দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গের সমষ্টিকে বোঝায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কোনো রাজনৈতিকব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন অংশে ব্যক্তির নিজ ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গের সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা দিকনির্দেশনা। অর্থাৎ কোনো দেশের রাজনৈতিকব্যবস্থাকে সে দেশের জনগণ কীভাবে গ্রহণ করছে সেটার ধরনই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সহজ কথায় রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সমাজে প্রচলিত রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতি জনগণের ধ্যান-ধ্যারণা, বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতির একটা সমন্বিত বৃপক্ষে বোঝায়।

ঘ. সূজনশীল ৪ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ শামীম সাহেব একজন আইনজীবী। তিনি এমন একটি জাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সদস্যদের ব্যক্তিগত ব্রাহ্মণ আলাদা। তার ব্যবসায়ী বন্ধু এমন একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সকল সদস্যের ব্যক্তিগত ব্রাহ্মণ একই।

/বৰো ১৭/ গ্রন্থ নং ৬/

ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝায়?

গ. শামীম সাহেব যে সংগঠনের সাথে যুক্ত তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির নাম কী কী? উভয় প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Leadership'।

৩ সূজনশীল ৭ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেরো।

৬) শামীম সাহেব যে সংগঠনের সাথে যুক্ত তা একটি রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ এবং এর ধারণা থেকে রাজনৈতিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় শামীম সাহেব একজন আইনজীবী। তিনি এমন একটি জাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত, যার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আলাদা। তিনি মূলত রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। কেননা, রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং এর সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে ভিন্নতা থাকে।

রাজনৈতিক দল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমআদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবন্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। তবে দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও মতাদর্শের মূলগত ঐক্য বর্তমান থাকে। দলের সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থে একমত পোষণ করে বিভিন্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ হয়। রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং জনসমর্থন লাভ করে রাষ্ট্রকর্মতা লাভের চেষ্টা করে। জনসমর্থনের জন্য রাজনৈতিক দল নিদিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ ও সংগঠিত হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিদিষ্ট আদর্শ থাকে। রাজনৈতিক দল জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধভাবে সরকার গঠন করে তাদের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রকর্মতা লাভের পর যেমন দলীয় আদর্শ বাস্তবায়ন ও জনগণের সর্বাজীন কল্যাণ নিশ্চিত করে তেমনি দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণেও সচেষ্ট হয়। তাহাড়া সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ছায়া সরকার হিসেবে দেখা হয়। কেননা, সরকারের কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা, বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান প্রাপ্ত প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলই করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, রাজনৈতিক দল এমন একটি জনসমষ্টি যারা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের উপায় জনসমূহে প্রচারের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল ও সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে।

৭) উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠন দুটির নাম রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। উভয়ের কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের শামীম সাহেব এমন একটি জাতীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আলাদা। তিনি মূলত রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, তার ব্যবসায়ী বন্ধু এমন একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত যার সকল সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ একই। অর্থাৎ এটি একটি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। এই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন— রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উভয়ই স্বীকৃত আদর্শ ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাড়া উভয় দলই নিদিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যে উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা, কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করা। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য। আবার রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

প্রশ্ন ► ১৬ অং-সান-সুচি (মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক দল NLD-National League For Democracy-এর শীর্ষনেতা) একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃ। তিনি অতি সহজেই প্রজার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। গত জাতীয় নির্বাচনে তার দল জয়লাভ করে।

চৰ. কো ১৬। প্রশ্ন নং ৮।

ক. রাজনৈতিক দল কী?

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির নেতৃত্বের ধরন ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির গুণাবলি ব্যতীত নেতৃত্বের আর

কী কী গুণাবলি থাকতে পারে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রাজনৈতিক দল (Political party) হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থক্ষে নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। তারা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থকে যথাসম্ভব আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এরা সাধারণত নিদিষ্ট শ্রেণি বা গোষ্ঠীর পক্ষে সরকারের নীতিকে দৃশ্যমান ও অনুশ্যানভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শুমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ ইত্যাদি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ. উদ্দীপকে অং-সান-সুচির নেতৃত্বের যে ধরন প্রকাশ পেয়েছে তা হলো সম্মোহনী নেতৃত্ব।

কোনো নেতৃ নেতৃত্ব ও কাজের মাধ্যমে জনগণকে ব্যাপকভাবে মুক্তি, অনুপ্রাণিত ও উন্নত করতে সক্ষম হলে তার নেতৃত্বকে 'সম্মোহনী বা জাদুকরি নেতৃত্ব' (Charismatic Leadership) বলা হয়। সম্মোহন শব্দটির অর্থ হচ্ছে আকৃষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ গুণ। আর এ ধরনের বিশেষ গুণসম্পন্ন নেতৃ জনগণকে মুক্তি করতে পারেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবের (Max Weber) সর্বপ্রথম এ নেতৃত্বের ধারণা প্রদান করেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধী, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মণ্ডলা আব্দুল হামিদ থান ভাসানী প্রমুখ নেতৃর মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণ ছিল।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, মিয়ানমারের এনএলডি দলের নেতৃ অং-সান-সুচি অতি সহজেই প্রজার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এবং তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। ফলে গত জাতীয় নির্বাচনে তার দল জয়লাভ করে।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির নেতৃত্বে সম্মোহনী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অং-সান-সুচির নেতৃত্বে একজন জনপ্রিয় নেতৃর সম্মোহনী গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে। নেতৃত্বের আরো অনেক গুণাবলি থাকতে পারে। যেমন—

নেতৃর অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে। এজন্য নেতৃকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ। নেতৃর মেধা হবে তীক্ষ্ণ। নির্বোধ বা বুদ্ধিমত্তা মানুষ ভালো নেতৃ হতে পারেন না। নেতৃকে সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী হতে হয়। সুস্থান্ত্রের অধিকারী না হলে তার পক্ষে চাপের মধ্যে গুরুভাব দায়িত্ব পালন জন্য নিরলস পরিশ্রম করা সম্ভব না। নেতৃকে দক্ষ-অভিজ্ঞ ও কুশলী হতে

হবে। নেতা যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন তার সে বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। দূরদৃষ্টি নেতৃত্বের আরেকটি অপরিহার্য গুণ। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় স্থির করতে হবে।

নেতার চরিত্র হবে একদিকে কোমল, অপরদিকে প্রয়োজনবোধে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে যেমন জনগণের ভালোবাসা অর্জনে সাহায্য করবে, তেমনি চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা তার প্রতি জনগণের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধকে জাগিয়ে তুলবে। নেতা হবেন উদার ও বড় মনের অধিকারী। নেতাকে অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, একজন প্রকৃত নেতা হলে হলে একজন ব্যক্তির মধ্যে সম্মোহনী ক্ষমতা ছাড়াও মেধা, অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি ইত্যাদি গুণ থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব মাসুদ একটি সংগঠনের সদস্য। যার কর্মকাণ্ড সারাদেশে বিস্তৃত। এই সংগঠন মানুষের তোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অপরদিকে, সুমন আরেকটি সংগঠনের সদস্য। যারা শুধু নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য কাজ করে।

(যা. বো. ১৬। গ্রন্থ নং ৫: চলা কলেজ। গ্রন্থ নং ১০।)

ক. নেতৃত্ব কী?

১

খ. জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা লিখ।

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাসুদ ও সুমনের সংগঠনের পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মাসুদের সংগঠনটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ করো।

৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের শ্রেষ্ঠতম বাহন বলে বীকৃত।

রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধি সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুনৰুৎপন্ন-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

গ. উদ্দীপকের জনাব মাসুদের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল এবং সুমনের সংগঠনটি হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।

উদ্দীপকের জনাব মাসুদের সংগঠনের উদ্দেশ্য জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করা। অর্থাৎ, সে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, সুমনের সংগঠনটি শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্য।

রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংগঠিত জনসমিতিকে বোঝায়, যারা কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে একত্রিত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারি ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থক্ষে নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। বরং তাদের উদ্দেশ্য কোন নিজের গোষ্ঠীর অধিকার বা স্বার্থ আদায় করা। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে যিনি থাকলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলো দেখা যায় উৎপত্তি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচির মধ্যে। রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না।

সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল। রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত একটু ভিন্ন। এগুলো সাধারণত পাশ থেকে কাজ করে। আবার, রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না। অন্যদিকে, এই দুটি সংগঠনের মধ্যে সাদৃশ্য হলো, তারা উভয়েই নিদিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিত হয়। উভয়েই জনগণকে উন্মুক্ত করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যাই বেশি।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মাসুদের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল হলো নিদিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত এমন এক জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা এবং জনস্বার্থে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অনেক।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস হলো জনগণ। গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে প্রয়োজন সক্রিয়, সচেতন ও সদাজাত্মক জনমত। রাজনৈতিক দল সভা-সমিতি, বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে সেবুপ জনমত সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানা কর্মসূচি পালন করে। জনগণ এর মধ্য থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর ও বাস্তবমূলী কর্মসূচিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি ব্যালটের মাধ্যমে তাদের আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করে। জনগণ, সাধারণত বক্তৃতা-বৃত্তিভাবে কোনো বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। রাজনৈতিক দল জনগণের বিক্ষিপ্ত ঘতকে সংগঠিত করে সরকারের নিকট তুলে ধরে। ফলে জনস্বার্থের একটীকরণ ঘটে। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রকার প্রচার-প্রচারণা, সভা-সমিতি, বক্তৃতা জনগণকে রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন করে তোলে। ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পালাবদলে সহায়তা করে। ফলে কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, বৈরাচারী ও দুর্নীতিপ্রায়ণ না হয় সেজন্য বিরোধী দলগুলো সর্তক দৃষ্টি রাখে। তারা সরকারের ভুলভুটির সমালোচনা করে সরকারকে সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় বক্তৃতা ও জবাবদিহিত অর্জনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকায় মৃঝ। তাই বলা যায়, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে জনগণের শাসনে পরিণত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব 'ক' একটি জনপ্রিয় সংগঠনের নেতা। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বৃদ্ধিমত্তা দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট মোকাবিলায় পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন। তার সংগঠনটি বেশ কয়েকবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল। সংগঠনটি জনগণের সামনে বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আগামী নির্বাচনে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সংগঠনটি নিজের কর্মসূচি প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে চলেছে।

(যা. বো. ১৬। গ্রন্থ নং ১।)

ক. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে?

১

খ. কেন আইন মান্য করা উচিত?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর সংগঠনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সংগঠনের মিল আছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব 'ক' এর মত নেতৃত্ব প্রয়োজন— তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

ক মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বজায় রাখার জন্য আইন মান্য করা উচিত।

আইন মান্য করার মাধ্যমে সকলের অধিকার রক্ষিত হয়। প্রত্যেকের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আইন মান্য করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক অনাচার দূর হয়। মানুষ সুরে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। অতএব বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে আইন মান্য করা উচিত।

গ সূজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গুরু ▶ ১৯ গামেন্টিস শ্রমিক আশেক। বিভিন্ন গামেন্টিসে কর্মরত শ্রমিকদের সুখ-দুঃখে তাকে পাশে দেখা যায়। শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আদায়, বেতন বৃদ্ধি, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করে দাবি আদায়ে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে থাকেন। এ নিয়ে মালিক-পক্ষের সঙ্গে প্রায়ই তিনি দরকার্যকথি করেন। আশেক সাহেবের কর্মকাণ্ডে অন্যান্য শ্রমিকরা সন্তুষ্ট। তার নেতৃত্ব সবাই মেনে নেয়।

/চ বো ১৬/ গুরু নং ৮/

ক. একজন সম্মোহনী নেতৃত্বসম্পন্ন নেতার নাম লেখ। ১

খ. একজন শিক্ষক কোন ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আশেক সাহেবের সংগঠনটির কার্যকলাপ কীসের সহায়ক বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. আশেক সাহেবের কর্মকাণ্ডকে কী বলে? এর গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন সম্মোহনী নেতৃত্বসম্পন্ন নেতার নাম বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ একজন শিক্ষক বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্বের অধিকারী।

বিশেষ কোনো জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতির জন্য কোনো ব্যক্তি যে নেতৃত্ব লাভ করেন তাকে বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্ব বলে। একজন শিক্ষক তার পেশার সাফল্য দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত এবং ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন। তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুন্মিকা অপরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

গ আশেক সাহেবের সংগঠনটির কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এটি সুশাসনের সহায়ক বলে আমি মনে করি।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ইতিবাচক ভূমিকা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরা নিজেদের ব্রাহ্মের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরা জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছে।

উদ্দীপকের গামেন্টিস শ্রমিক আশেক সাহেব শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে থাকেন এবং মালিকপক্ষের সাথে দরকার্যকথি করেন। তার এই কর্মকাণ্ডের সাথে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের মিল আছে। এ গোষ্ঠী সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণির দাবি যথাথথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপনের মাধ্যমে আদায়ের চেষ্টা করে। এ ধরনের গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক সমিতি, বণিক সংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন প্রভৃতি।

সূতরাং বলা যায়, আশেক সাহেবের সংগঠনটি অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তা সুশাসনের সহায়ক।

ঘ সূজনশীল ১৩ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

গুরু ▶ ২০ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণ কিছু জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কতগুলো নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ হয় এবং একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠনটির নেতা নির্বাচিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক অধ্যাপক। তার উদার মানসিকতা, সহিষ্ণুতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অঞ্চলে সময়ে সংগঠন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংগঠনটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তারপর সংগঠনটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে।

/চ বো ১৬/ গুরু নং ৭/

ক. সুশাসন কী?

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির কার্যবলি আলোচনা করো।

ঘ. সংগঠনটির নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলির সন্নিবেশ ঘটেছে— উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসনই সুশাসন।

ঘ সূজনশীল ১ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল হচ্ছে বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংবিশেষ, যা সাধারণিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংগঠনটিও কতগুলো নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। তাই বলা যায় এটি একটি রাজনৈতিক দল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল বহুবিধ কার্যবলি সম্পাদন করে।

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকে গণতান্ত্রের ভিত্তি বলা হয়। গণতান্ত্রে রাজনৈতিক দল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের জাতীয় সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে এবং এগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় করলীয় জনসম্মূখে উত্থাপন করে। রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দল দলীয় নীতি ও কর্মসূচির সমর্থনে জনসমর্থন গঠন ও প্রকাশ করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজ দলের প্রাথী মনোনয়ন করে এবং প্রাথীর পক্ষে প্রচার কাজ চালায়। রাজনৈতিক দল ভোটারদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ভুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। এছাড়া রাজনৈতিক দল সভা-সমিতি, বক্তৃতা, প্রচার-প্রচারণা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই শাসনকাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ হ্যা, "উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সম্মিলন ঘটেছে"— আমি এ বক্তব্য সমর্থন করি।

নেতৃত্ব হলো ব্যক্তি বা দলের সেই গুণাবলি যা দ্বারা গোষ্ঠী বা সমাজের জনসাধারণকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। নেতার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির ওপরই তার নেতৃত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ, নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাই হলো নেতৃত্ব। একজন নেতারে আস্তসংযম, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিদ্বারা প্রভৃতি গুণাবলির অধিকারী হতে হয়। বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেতারে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়। আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠতা একজন নেতার অপরিহার্য গুণ। এর মাধ্যমেই একজন নেতা জনসমর্থন লাভে সচেষ্ট হন। এছাড়া একজন হচ্ছে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে গঠিত রাজনৈতিক দলটির প্রধান নির্বাচিত হন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। তার উদার মানসিকতা, সহিষ্ণুতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অংশ সময়ে দলটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার নেতৃত্বে দলটি নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। নেতা যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক, তাই তার মধ্যে রাষ্ট্রসম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে। তিনি উদার এবং প্রত্মসহিষ্ণু। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই দলটি জনপ্রিয়তা এবং রাষ্ট্রসম্পর্ক অর্জন করেছে। তাই বলা যায়, তার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় সমস্যা সমাধান করে রাষ্ট্রের উন্নয়নে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। আর সেই যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি উদ্দীপকের নেতার মধ্যে রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মি. জামিল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে একটি সংগঠন থেকে মনোনয়ন লাভ করেছেন। তিনি ঐ সংগঠনের স্থানীয় নেতা, সৎ ও ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। অপরপক্ষে, তার বন্ধু রাশেদ এমন একটি সংগঠনের সদস্য যেটি কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যাপ্ত থাকে। কিন্তু মি. জামিল তার বন্ধু রাশেদের সংগঠনের সমর্থন লাভ করতে চান।

/ৰ. বে. ১৬/ প্রশ্ন নং ৫/

ক. নেতৃত্ব কী?

১

খ. উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয় কেন?

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জামিল ও মি. রাশেদের সংগঠনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে আলোচনা করো।

৩

ঘ. 'বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে' উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জামিল সাহেবের সংগঠনটির গুরুত্ব অপরিসীম'— বিশ্লেষণ করো।

৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতা, যা অন্যকে প্রভাবিত করে এবং কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

খ মহান ও উদারমন্ত ব্যক্তিই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেন। আর তাই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

উদারতার কারণেই নেতা ব্যক্তিগতিকে জলাঞ্চল দিয়ে সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারেন। উদারতা থাকলে নেতার মধ্যে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমুন্যতা ঠাই পাবে না। এ সকল কারণেই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ও নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ শফিক ও তুহিন দুই বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষে শফিক শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছে। শফিক শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া আদায়েও কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ের জন্য শফিক একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে, তুহিন তার অন্যান্য সমমন্তব্য বন্ধুদের সাথে রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দিয়েছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে ঐ সংগঠনের ব্যানারে তুহিন প্রথী হওয়ার কথা ভাবছে। কারণ তুহিন মনে করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ছাড়া জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

/ৰ. বে. ১৬/ প্রশ্ন নং ৫/

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?

১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শফিকের সংগঠনটির সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. শফিক ও তুহিনের সংগঠনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইন সভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।

খ সৃজনশীল ৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শফিকের সংগঠনটির সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মিল রয়েছে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যারা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, শফিক পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের দাবি দাওয়া আদায়েও কাজ করে যাচ্ছেন। এ সকল কাজের জন্য তিনি একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছেন। শফিকের কাজগুলো স্পষ্টভাবেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই গোষ্ঠীর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো— এর সদস্যগণ বেসরকারি ব্যক্তিগত সমষ্টি বিশেষ করে যারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন, স্বার্থ আদায় বা স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদেরকে অরাজনৈতিক সংগঠন মনে করে এবং অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়েই কাজ করতে চায়।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মজুমদার সাহেব একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তার এলাকায় একটি জনসভাকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে কর্তৃত নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। মজুমদার দুই গ্রুপের নেতাকে ডেকে পাঠান এবং দ্রুত সমস্যা সমাধান করেন। তাদেরকে সংঘাত এড়িয়ে একত্রে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন ঐক্যবন্ধবাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সংগঠিত হবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

বৈরাগ্যেষ্ট দুর্বল মৌল্যসমূহ প্রবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/

ক. নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়?

১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী?

২

গ. উদ্দীপকে মজুমদার সাহেবের মধ্যে নেতৃত্বের কোন গুণগুলো প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ কর।

৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থকে নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রত্নতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে মজুমদার সাহেবের মধ্যে নেতৃত্বের যে গুণগুলো প্রকাশ পেয়েছে তাহলো বুদ্ধিমত্তা এবং চারিত্রিক কঠোরতা।

বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের আবশ্যিকীয় গুণ। নেতার বোধশক্তি হবে তীক্ষ্ণ। সমস্যা সমাধানে নিজেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা আসনে অধিষ্ঠিত করেন। নির্বোধ কী বুদ্ধিমত্তা মানুষ ভালো নেতা হতে পারেন না। উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক দলের নেতা মজুমদার সাহেবের বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই দুই গ্রুপের মধ্যকার সমস্যা সমাধান করেন।

নেতৃত্বের অন্যতম একটি গুণ হলো চারিত্রিক কঠোরতা। নেতার চরিত্র হবে একদিকে কোমল, অপরদিকে প্রয়োজনবোধে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে যেমন জনগণের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাঙ্গন অর্জনে সাহায্য করবে, তেমনি চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা নেতার প্রতি জনগণের আনুগত্যা, শ্রদ্ধা, ভয় ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগায়ে তুলবে। উদ্দীপকে বর্ণিত নেতা মজুমদার সাহেবে তার চারিত্রিক কঠোরতার কারণেই দুই গ্রুপের মধ্যকার সমস্যা দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন।

৭ এক্যবন্ধভাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে— উক্তি সঠিক।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। দলের সদস্যরা এক্যবন্ধভাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হয়। আর সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, রাজনৈতিক দল জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য তাই রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

রাজনৈতিক দল নেতা ও সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণে অভ্যন্তর হতে শেখায়। এটি দেশের জনসাধারণকে এক্যবন্ধ করে সংঘিষ্ঠ কর্মসূচির ছক্ষুয়ায় নিয়ে আসতে কাজ করে। ফলে দেশের জনসাধারণ একই ধরনের চিন্তাসূত্রে আবদ্ধ হয়। যেকোনো একটি কর্মসূচিকে সমর্থন করতে রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে শিক্ষাদান করে। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই দেশে নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক দল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কোনো কারণে জনগণের অধিকার খর্ব হলে রাজনৈতিক দল তা ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, জনগণের স্বার্থবিবোধী সরকারকে অপসারণ করে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা পরিবর্তন হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি, সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, মিছিল, প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে সুনাপরিক হতে সাহায্য করে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, এক্যবন্ধভাবে কাজ করলে রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব রায়হান আহমেদ একটি প্রতিষ্ঠিত দলের নেতা। তিনি বিশ্বাস করেন একজন যোগ্য নেতাই পারেন একটি জাতি ও রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। আর এজন্য তিনি কিংবদন্তি নেতৃত্বের দৃষ্টান্তসমূহ দেবে অনুপ্রাণিত হন এবং তাদের পদাঞ্চল অনুসরণ করেন।

বি. এ এফ পার্টন কলেজ, কুমিল্লা, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭।

ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কি? ১

খ. সম্মোহনী নেতৃত্বে বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী একজন নেতা কীভাবে একটি দেশ ও জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রায়হান আহমেদ কোন কোন গুণের অধিকারী হলে একজন যোগ্য নেতা হতে পারবেন? ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো— Leadership।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সমোহিত, অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুক্তি, আবেগাপ্ত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যান্ত্রিক নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যান্ত্রিক স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে পারেন। মহাক্ষা পান্থী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃত উদাহরণ।

গ একজন যোগ্য নেতা একটি জাতি ও রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজজীবনে লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম পদ্ধতি হলো নেতৃত্ব। মূলত নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ। আর যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যের আচার-ব্যবহার ও কার্যাবলির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাকে বলা হয় নেতা। একজন নেতা জাতির পথপ্রদর্শক। নেতার গুণাগুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনুসারীরা নেতার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে।

যোগ্য নেতৃত্বের গুণে একটি জাতি উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করতে পারে। আবার অযোগ্য নেতৃত্বের ফলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে সীমাবদ্ধ অভিশাপ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাও সে তৃং-এর যোগ্য নেতৃত্বের গুণে দুর্দশা পীড়িত চীন আজ মহাচীনে পরিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশ আজ সার্বভৌম এক রাষ্ট্রে পরিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দেশের জনগণকে যুক্তে বাসিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন। তার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। একজন নেতার গুণাগুণের ওপর জাতির ভরিষ্যৎ নির্ভরশীল। আবার একজন যোগ্য নেতার অভাবে একটি জাতি ব্যর্থ হতে পারে। পালবিহীন নৌকা যেমন কখনোই তার সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে পারে না তেমনি একজন যোগ্য নেতার অভাবে একটি জাতি সফল হতে পারে না। একটি জাতির সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে একজন যোগ্য নেতাই তার গুণাবলির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটিয়ে একটি জাতি বা রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকের জন্য রায়হান যে সকল গুণের অধিকারী হলে একজন যোগ্য নেতা হতে পারবেন অর্থাৎ, একজন যোগ্য নেতার যে সকল গুণাবলি থাকা প্রয়োজন সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো—

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার নেতৃত্ব। ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। একমাত্র ব্যক্তিত্বের বলেই একজন মানুষ অন্যের ওপর তার প্রভাব খাটাতে সক্ষম হন। একজন আদর্শ নেতা হবেন উদার। সংকীর্ণমনা ও স্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব নয়। কেবল মহান ও উদার মন ব্যক্তির পক্ষেই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব।

যোগ্য নেতার আবশ্যকীয় গুণ হলো বৃদ্ধিমত্তা। নেতাকে বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই তীক্ষ্ণ বৃদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হতে হবে। যোগ্য নেতৃত্বের জন্য নেতাকে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। কেননা, নেতার দক্ষতার ওপর জাতির সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। যোগ্য নেতা হতে হলে তাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। কেননা, শিক্ষা মানুষকে যেমন প্রকৃত মানুষে পরিষ্ঠিত করে তেমনি নেতাকেও আদর্শ নেতার পরিষ্ঠিত করে। নেতাকে অবশ্যই দায়িত্ববোধসম্পন্ন হতে হবে। কেননা দায়িত্ববোধ না থাকলে নেতার পক্ষে সুস্থ ও সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব হয় না।

উপরে আলোচিত গুণাবলি ছাড়াও একজন যোগ্য নেতার মধ্যে আরো অনেক গুণাবলি থাকতে পারে। যেমন- গভীর জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা, সংযোগ ও সহনশীলতা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ইতি অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সে এমন একটি বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করছে যার মাধ্যমে দেশ ও জাতীয় নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা অতি সহজে আয়ত্ত করা যায়। বড় হয়ে ইতির ইচ্ছা এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবে যে প্রতিষ্ঠান দেশের প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের অধিকার লাভ করবে।

নির্টো তেম অসম্ভব ক্ষমতাদিঃ। প্রশ্ন নং ৮।

ক. একদলীয় ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? ১

খ. “রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি কার্য হলো জনমত গঠন” — মতামত দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ইতি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে চায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রয়েছে নানান বৈশিষ্ট্য? উকুরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলে।

খ রাজনৈতিক দলের নানাবিধি কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হলো জনমত গঠন করা।

রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধি সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বন্ধুতা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুস্তক-প্রক্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

গ উদ্দীপকের ইতি রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে চায়।

রাজনৈতিক দল হলো নিমিট্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমনীতির দ্বারা অনুপ্রাপ্তি হয়ে ঐক্যবন্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণে তারা ঐক্যত্ব পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচলনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকের ইতি যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে চায় সেটিও রাজনৈতিক দল। কেননা, ইতির উল্লেখকৃত উক্ত প্রতিষ্ঠানটিও দেশের প্রচলিত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের অধিকার লাভ করবে। নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের দেশ শাসন করার অধিকার লাভের বিষয়টি রাজনৈতিক দলকেই নির্দেশ করে।

ঘ হ্যা, আমি মনে করি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ, রাজনৈতিক দলের নানান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো-

রাজনৈতিক দল স্থায়ীভাবে এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর সদস্যরা সমআদর্শে অনুপ্রাপ্তি, ঐক্যবন্ধ এবং সংগঠিত থাকে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে প্রয়াসী হয়। তারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষণের চেষ্টা করে। পাশাপাশি তারা তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকে।

রাজনৈতিক দল নিয়মতাত্ত্বিক উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট ও জনগ্রিয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির ভিত্তিতে জনসমর্থন লাভের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় অবর্তীণ হয়। রাজনৈতিক দল দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এবং সমস্যাগুলো নিয়ে অবিরত আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিজেদের অনুকূলে জনসমর্থন গঠনে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি নির্বাচনমূখ্যী সংগঠন। তাই রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দল তাদের সদস্যদের দলীয় বিভিন্ন আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষাদান করে থাকে। রাজনৈতিক দল তাদের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে বন্ধনপরিকর। দলের কর্মসূচি বাস্তবায়নে এর নেতৃত্বক্ষেত্রে প্রস্তুত থাকে।

প্রমা ► ২৬ জনাব সাবির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তার অফিসের কম্পিউটার শাখার প্রধান। জনাব আমির হোসেন হাওলাদার আইনসভার একজন সদস্য। তিনি তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাথে প্রতি সপ্তাহে একবার মুখোমুখি হন। তিনি তাদের সমস্যার সমাধানে যথসাধ্য চেষ্টা করেন।

||বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা|| প্রশ্ন নং ৮||

ক. রাজনৈতিক দলব্যবস্থা কত প্রকার? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব সাবির ও জনাব আমির হোসেনের নেতৃত্বের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব আমির হোসেনের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দলব্যবস্থা তিন প্রকার।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং অভিন্ন স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ।

ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই এবং তারা কোনো রাজনৈতিক দল নয়। নিজেদের স্বার্থেস্বার্থ হলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা কৌশলের সাহায্যে বা চাপ সৃষ্টি করে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ারকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারে।

গ উদ্দীপকে জনাব সাবির বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্বের অধিকারী এবং জনাব আমির হোসেন গণতাত্ত্বিক নেতৃত্বের অধিকারী।

কোনো ব্যক্তি যখন বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতার জন্য খ্যাতি অর্জন করে কোনো সংগঠনে প্রসিদ্ধি লাভ করে তখন বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্বের জন্ম হয়। উদ্দীপকে জনাব সাবির একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তার অফিসের কম্পিউটার শাখার প্রধান। জনাব সাবির তার বিশেষজ্ঞ সূলভ নেতৃত্বের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই বলা যায়, জনাব সাবিরের নেতৃত্বের সাথে বিশেষজ্ঞ সূলভ নেতৃত্ব সাদৃশ্যপূর্ণ।

অন্যদিকে গণতাত্ত্বিক নেতৃত্ব একজনের নিয়ন্ত্রণে না থেকে অনেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সংগঠনের একজন মূল্যবান সদস্য হিসেবে অনুভব করে। উদ্দীপকে জনাব আমির হোসেন আইনসভার একজন সদস্য। তিনি তার নির্বাচনি এলাকায় জনগণের সাথে প্রতি সপ্তাহে একবার মুখোমুখি হন। তিনি তাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং নানা প্রশ্নের জবাব দেন। জনাব আমির হোসেনের এ নেতৃত্বের সাথে গণতাত্ত্বিক নেতৃত্বের মিল রয়েছে।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের জনাব আমির হোসেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছাসম্পন্ন নেতৃত্ব। গণতাত্ত্বিক নেতৃত্বই সুশাসনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ নেতৃত্ব চালকের আসনে থেকে কার্যকর নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। নেতৃত্বের বৈধতা বলতে বোঝায় নেতৃত্বের প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের আস্থা। সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব বৈধতা অর্জন করে। এজনে বলা হয়, গণতাত্ত্বিক নেতৃত্ব হলো বৈধ নেতৃত্ব। গণতাত্ত্বিক নেতৃত্ব দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ফলে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটলেও রাষ্ট্রের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ, সচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিকেন্দ্রীকরণ, মানববিধিকার রক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তর্ম শর্ত। এ শর্তগুলো গণতাত্ত্বিক নেতৃত্বই পূরণ করতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব আমির হোসেন মধ্যে গণতাত্ত্বিক নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকায় তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় জনগণের মুখোমুখি হন। অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং প্রশ্নের জবাব দেন। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক বললেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এমন একটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে যার অন্যতম লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকর্মতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা। একটি আদর্শ বা কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠনটি কাজ করে থাকে।

(চলা রেসিডেন্সিয়াল ফাইল কলেজ) / প্রশ্ন নং ৩/

- ক. নির্বাচন কর প্রকার? ১
- খ. পরোক্ষ নির্বাচন বলতে কী বোঝ? ২
- গ. অনুচ্ছেদে শিক্ষক যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তার বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বিষয়টির বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন দুই প্রকার। যথা- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন।

খ নির্বাচনের অন্যতম একটি প্রকরণ হলো পরোক্ষ নির্বাচন।

যে নির্বাচনব্যবস্থায় জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচন করেন এবং এই জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করেন, তখন তাকে পরোক্ষ নির্বাচন বলা হয়। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

গ অনুচ্ছেদে শিক্ষক রাজনৈতিক দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য উপাদান হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল হলো নির্দিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমনীয়তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবস্থা হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রিক কল্যাণে তারা ঐক্যত্ব পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক বললেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এমন একটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে যার অন্যতম লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকর্মতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা। একটি আদর্শ বা কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠনটি কাজ করে থাকে। শিক্ষকের বর্ণিত এ বিষয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে রাজনৈতিক দলের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই বলা যায়, অনুচ্ছেদে শিক্ষক রাজনৈতিক দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ঘ সৃজনশীল ১৫ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনব সাজেদুর রহমান একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু উচ্চান্তের ব্যক্তিতের অধিকারী নন। তিনি তার এলাকার জনগণের সুখে-দুঃখে কখনো এগিয়ে আসেন না। সেই কারণে মানসিকতাও তার মধ্যে নেই। তিনি একবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বিরাট ব্যবধানে পরাজিত হন।

- ক. ইংরেজি 'Leadership' অর্থ কী? ১
- খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে সাজেদুর রহমানের চরিত্রে নেতৃত্বে নেতৃত্বে কী কী বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সাজেদুর রহমানকে একজন আদর্শ নেতৃত্বে হতে হলে কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি 'Leadership' অর্থ নেতৃত্ব।

ব কোনো বিশেষ নেতৃত্বে যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মৃগ্ধ, আবেগাপূর্ত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতৃত্বে তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে পারেন। মহাক্ষা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান তাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে সাজেদুর রহমানের চরিত্রে নেতৃত্বে যেসব বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখা যায় তা হলো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং মানবিকতা।

নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। নেতৃত্বে অবশ্যই সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। ব্যক্তিত্বের পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান কিছুতেই সম্ভব নয়। একমাত্র ব্যক্তিত্বের বলেই একজন ব্যক্তি অপরাপর সকলের ওপর তার প্রভাব খাটাতে সক্ষম হন। আচার-আচরণ, সততা, দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা, তেজস্বিতা, পাঞ্জিয়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দিয়ে একজন নেতৃত্বের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। উদ্দীপকে বর্ণিত সাজেদুর রহমান শিক্ষিত হলেও উচ্চান্তের ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। এ থেকে বোঝা যায়, সাজেদুর রহমানের চরিত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অভাবের রয়েছে।

নেতৃত্বের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো মানবিকতা। নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং তাদের মূল্যবোধ ও মানবীয় দিকগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সাজেদুর রহমানের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তিনি এলাকার জনগণের সুখে-দুঃখে কখনও এগিয়ে আসেন না। সাজেদুর রহমানের এবুগ আচরণ নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবিকতার অভাবকেই ফুটিয়ে তোলে।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ৩৪ বছর বয়সী হিনা রাক্তানি থার পাকিস্তানের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রাপ্ত করেন ২০১১ সালের জুলাই মাসে। এর পূর্বে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। প্রচণ্ড রক্ষণশীল ও নারী স্বাধীনতাবিবোধী রাষ্ট্রে হিনা রাক্তানি শুধু তার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মনোবলের দৃঢ়তার কারণে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করেন। তাছাড়া ইতোপূর্বে তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। যদিও পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সততা, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাবে ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়।

(বি ওএ কলেজ, চালা) / প্রশ্ন নং ৭/

ক কোন নেতৃত্বে একজন আমলাকে নেতৃত্বে দ্বারা হিসেবে ধরা হয়? ১

খ. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উচ্চিষ্ঠ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্বসমূহ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। যদিও পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সততা, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাবে ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের শেষ অংশে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপক নেতৃত্বে একজন আমলাকে নেতৃত্বে দ্বারা হিসেবে ধরা হয়।

খ সিস্ম্যান্ত প্রাপ্ত জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে জনগণের অংশপ্রাপ্ত ও স্বাধীনতার ওপর আস্থা স্থাপন করে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব একজনের নিয়ন্ত্রণে না থেকে অনেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সংগঠনের একজন মূল্যবান সদস্য হিসেবে গুরুত্ব অনুভব করে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি দ্বারা নেতৃত্বের সাথে সুশাসনের বিষয়টির সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে।

সুশাসন একটি কাঞ্চিত শাসনব্যবস্থা যেখানে নাগরিকদের সকল সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় এবং সরকারের প্রশাসনের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। আর সুশাসনের জন্য প্রয়োজন যোগ্য, দক্ষতা ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার প্রশাসন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের কাজটি নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। নেতৃত্বের দক্ষতা ও স্বচ্ছতাই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুশাসনের পথ সুগংস করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সৃষ্টিভাবে পরিচালনা করা আবশ্যিক। আর এর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সঠিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। যোগ্য নেতৃত্ব যুগোপযোগী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা গ্রহণ করে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে, যা সুশাসনের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পাকিস্তানের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাওয়ানি খার তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। আর স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত। সুশাসনের প্রথম শর্ত হলো প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা।

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাওয়ানির স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন দ্বারা নেতৃত্বের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ অংশে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো সততা, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতা। উক্ত বিষয়গুলো আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলিকে নির্দেশ করে।

নেতৃত্ব একটি বিশেষ সামাজিক গুণ। নেতৃত্ব ব্যক্তির এমন একটি গুণ, যা অন্যকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তবে যে কেউ ইচ্ছা করলেই নেতৃত্ব দিতে পারেন না বা নেতৃত্ব হতে পারেন না। আদর্শ নেতৃত্বের কিছু গুণাবলি রয়েছে। যেমন- সততা আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ। একজন নেতৃত্ব অবশ্যই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হবেন। নেতৃত্ব অবশ্যই সৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ হবে অনুসৰীরা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন না। একজন নেতৃত্ব অবশ্যই দেশপ্রেমিক হবেন। দেশ ও জনগণের প্রতি ভালোবাসার কারণেই একজন নেতৃত্ব জনকল্যাণে আল্লানিয়োগ করে। দেশপ্রেম নেতৃত্বকে অনুপ্রেরণা দেয়, দায়িত্ববান করে তোলে। তাই দেশপ্রেম হলো আদর্শ নেতৃত্বের আবশ্যিক গুণ।

চারিত্রিক দৃঢ়তা নেতৃত্বের আরেক গুণ। নেতৃত্বকে এক অন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, মাধুর্য, তেজস্বিতা, নমনীয়তা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পর্ক বাস্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। নেতৃত্বকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে হবে। যেকোনো সংকটকালে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাকে ধীরস্থিরভাবে ও সহনশীলতার সাথে সকল সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হবে।

উদ্দীপকের শেষ অংশে সততা, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে যা আদর্শ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণাবলিকেই নির্দেশ করে। কেননা একজন আদর্শ নেতৃত্ব মধ্যে উক্ত গুণাবলিগুলো থাকা বাস্তুলীয়।

প্রম. ▶ ৩০ রায়হান সাহেব তার অসাধারণ গুণাবলির জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সম্মানের আসনে সমাচীন। তিনি সহজেই জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষত চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বাণিজ্যের জন্য জনগণ তাঁর প্রতি মুগ্ধ। /বাটীভিয়াল কলেজ, পুরামতি, ঢাকা। প্রম নং ৬/

ক. নেতৃত্ব কী?

খ. হিন্দুলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝা?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রায়হান সাহেবের আচরণে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব জাতি পঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তুমি কী একমত? যুক্তি দাও।

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নেতৃত্ব হলো একজন নেতৃত্ব এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ. যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে হিন্দুলীয় ব্যবস্থা বলে।

হিন্দুলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিবন্ধিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হতে দেখা যায়। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতাদর্শ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

গ. সৃজনশীল ২ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ২ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রম. ▶ ৩১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রেবেকা সুলতানা বললেন, আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আর আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই বক্তব্যকে সমর্থন করে জনাব মাজহারুল ইসলাম বললেন, গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য। নেতৃত্ব। /বোষামদগুর কেন্দ্রীয় কলেজ, ঢাকা। প্রম নং ১/

ক. নেতৃত্ব কী?

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

গ. সুশাসন সম্পর্কে জনাব মাজহারুল ইসলামের বক্তব্য তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘আধুনিক গণতন্ত্র সম্পর্কে অধ্যাপক রেবেকা সুলতানার বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ’ বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নেতৃত্ব হলো একজন নেতৃত্ব এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন একটি জনসমষ্টি যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং অভিন্ন স্বার্থের ব্যবহারে আবশ্যিক।

ক্ষমতা দখলের কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই এবং তারা কোনো রাজনৈতিক দল নয়। নিজেদের স্বার্থের হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য। তারা কৌশলের সাহায্যে বা চাপ সৃষ্টি করে সরকারের সিস্ত্রান্ত প্রহণ প্রতিয়ারকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারে।

গ. উদ্দীপকে সুশাসন সম্পর্কে জনাব মাজহারুল ইসলামের বক্তব্যটি হলো গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে জনাব মাজহারুল ইসলামের বক্তব্যটি যথার্থ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সুযোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য। কেননা, সুযোগ্য দক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলি দ্বারা অপরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

বর্তমানে অভীষ্ট লক্ষ্য বলতে আমরা বুঝি সুশাসন। একটি রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না অপশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তা নির্ভর করে নেতৃত্বের ওপর। গণতান্ত্রিক, যোগ্য ও সুস্থ নেতৃত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র সুশাসন ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরপক্ষে, নেতৃত্ব যদি জীবিকা অর্জনের মাধ্যম, রাজনৈতিক দুর্নীতির হাতিয়ার হয় তবে সে রাষ্ট্র কখনও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন যোগ্য, দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের।

যোগ্য নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানামূল্যী সমস্যা ও সংকট থেকে মুক্তির জন্য জাতিকে ঐক্যবন্ধ করে প্রগতির পথে নিয়ে যায় এবং সংকট কাটিয়ে উঠতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সুযোগ্য নেতৃত্ব জনগণের মধ্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করে দেশ গড়ার কাজে জাতিকে আঞ্চনিকোগ করতে সমর্থ হয়। ফলে সুশাসনের পথ প্রশংস্ত হয়। আবার দক্ষ নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হলো সুশাসনের অন্যতম প্রধান শর্ত। সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো আইনের শাসন। কারণ আইনের শাসন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। আর যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের ওপর আইনের শাসন নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব।

৪ সূজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রিয়াজুল ইসলাম পৌরনীতি ক্লাসে রাজনৈতিক দল বিষয়ে পড়তে গিয়ে বললেন যে, বর্তমান সময়ে সমাজের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-পেশার মানুষের স্বার্থ একত্রীকরণে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। বীপা নামের এক ছাত্রী জিজ্ঞাসা করলো, 'স্যার রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর।

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে?

১

খ. ছি-দলীয় ব্যবস্থা বলতে কী বোঝা?

২

গ. রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু?

৩

ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত 'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর'— উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় করো।

৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে সচেষ্ট হয়।

খ যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে ছিদ্রীয় ব্যবস্থা বলে।

ছিদ্রীয় ব্যবস্থায় দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিরুন্ধিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে। সাধারণত এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয়ে থাকে। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতান্দর থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

গ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যখন কিছু নিদিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে মিলিত হন বা একত্রিত হন তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। অপরদিকে দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা তুলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উভারে ঐক্যবন্ধ হয় তখন তাকে উপদল বলে।

রাজনৈতিক দল একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগঠন। অন্যদিকে, উপদল দলের একটি খণ্ডিত রূপ। একই নীতি ও মতান্দরে বিশ্বাসী হওয়ায় রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবন্ধ থাকে।

কিন্তু উপদলের সদস্যরা ভিন্নমত পোষণ করায় তাদের মধ্যে কোনো সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে না।

রাজনৈতিক দলের কাঠামো, কর্মসূচি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপক। কিন্তু উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, কিন্তু উপদলের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ সাধন।

ঘ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের ওপর— উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা রাজনৈতিক দল জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য তাই রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

রাজনৈতিক দল নেতো ও সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণে অভ্যন্ত হতে শেখায়। এটি দেশের জনসাধারণকে ঐক্যবন্ধ করে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির ছক্ষচায়ায় নিয়ে আসতে কাজ করে। ফলে দেশের জনসাধারণ একই ধরনের চিন্তাসূত্রে আবন্ধ হয়। যেকোনো একটি কর্মসূচিকে সমর্থন করতে এবং তা অনুসরণ করতে রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে শিক্ষাদান করে। রাজনৈতিক দল নেতো মাধ্যমেই দেশে নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক দল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কোনো কারণে জনগণের অধিকার খর্ব হলে রাজনৈতিক দল তা ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থবিবোধী সরকারকে অপসারণ করে রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে। যেমন, বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্ছান্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা পরিবর্তন হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

সর্বোপরি দেশের নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উপর গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি, সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, মিছিল, প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্রের অগ্রগতি কোনোভাবেই আশা করা যায় না। রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্র ওভারেটভাবে সম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলব্যবস্থার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। একদলীয়, ছি-দলীয় বা বহুদলীয় যে ব্যবস্থাই থাক না কেন এটি ব্যক্তিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা কলনাই করা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই দলব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

। /অবসুল কাসির মোঢ়া পিটি কলেজ, নরসিংহনগুরু।/ গুরু নং ৬/

ক. নেতৃত্ব কী?

১

খ. চাপসূচিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্বীপকে দলব্যবস্থা হারা কী বোঝানো হয়েছে? এর

বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

৩

ঘ. উদ্বীপকের সর্বশেষ বাক্যটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ চাপসূচিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এরা সাধারণত নিনিটি শ্রেণি বা গোষ্ঠীর পক্ষে সরকারের নীতিকে দৃশ্যমান ও অদ্শ্যমানভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, বাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রভৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

৩ উদ্দীপকে দলব্যবস্থা দ্বারা রাজনৈতিক দল বোঝানো হয়েছে। রাজনৈতিক দল হলো নিনিটি মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা করে। উদ্দীপকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকেই নির্দেশ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। আর্থ-সামাজিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলকে ভাবতে হয়, কর্মকাণ্ড চালাতে হয় ও মত প্রকাশ করতে হয়। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়। তারা নিয়মতাত্ত্বিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হন। জনমতের দিকে লক্ষ রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ও জয়লাভের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে এবং দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা দলীয় নীতি-আদর্শের আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। কেননা, নির্বাচনে তারা জনগণের রায় বা সমর্থন লাভ করে থাকে তাদের দলীয় নীতি আদর্শকে প্রচার করেই।

৪ সৃজনশীল ১৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বাংলাদেশে পঞ্চাশের উর্ধ্বে রাজনৈতিক দল আছে। দলগুলো এখন বিভিন্ন ধারা ও জোটে বিভক্ত। এই দলগুলো দেশে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকর্মতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়।

বিত্তিক শাসন কলেজ চাঁচামাল। প্রশ্ন নং ৪/

- ক. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. উপদল কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কী ধরনের রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. একদলীয় শাসনব্যবস্থা থেকে উক্ত রাজনৈতিকব্যবস্থা ভিন্ন— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিক দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির কোনো ক্ষেত্রে ছিমত পোষণ করে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যব্যবস্থা হলে তাকে উপদল বলে।

উপদল রাজনৈতিক দলের একটি খণ্ডিত বূপ। উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ। উপদল সাধারণ স্বার্থের কথা ভূলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যব্যবস্থা হয়।

গ উদ্দীপকের বর্ণনায় বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়।

যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুই এর অধিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বিদ্যমান, তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। যে দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে

সেই দল সরকার গঠন করে। তবে বহুদলীয় ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো বৃহৎ দলের সাথে জোটবন্ধ হওয়ার প্রথা ও প্রচলিত আছে। উদ্দীপকের বর্ণনামতে, বাংলাদেশে পঞ্চাশের উর্ধ্বে রাজনৈতিক দল আছে। দলগুলো বিভিন্ন ধারা ও জোটে বিভক্ত। এই দলগুলো তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রকর্মতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ একদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা থেকে উক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লিখিত বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা ভিন্ন— কথাটি যথার্থ। রাষ্ট্রের মধ্যে যখন সাংবিধানিকভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অন্তিম থাকে এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একটিমাত্র রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলে। অপরদিকে, কোনো রাষ্ট্রে দুই এর অধিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বিদ্যমান থাকে তখন তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়।

একদলীয় ব্যবস্থায় একটিমাত্র দলই সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দলই তার দলীয় আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্যান্য সকল দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে, বহুদলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস কোনো বিশেষ দল নয়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় দুই এর অধিক রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। একদলীয় ব্যবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করে। একদলীয় ব্যবস্থায় নিনিটি একটিমাত্র রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু, বহুদলীয় ব্যবস্থায় যে দল নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল সরকার গঠন করে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে একদলীয় ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, একদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ শাহ আলম একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অনুর্ভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে।

বিত্তিক শাসন কলেজ চাঁচামাল। প্রশ্ন নং ৫/

- ক. সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল কত প্রকার? ১
- খ. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বর্ণনা দাও। ২
- গ. শাহ আলমের মধ্যে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব পরিবর্তনশীল সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে — বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল তিনি প্রকার।

খ যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় এবং অন্য দলগুলোর কার্যকলাপ চোখে পড়ে না তখন তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিবন্ধিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দলের মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হতে দেখা যায়। ফলে জনগণ খুব সহজেই দুটি দলের মতাদর্শ থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে পারে।

ঘ শাহ আলমের মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কোনো রাজনৈতিকব্যবস্থায় যখন কোনো নেতার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, নৈপুণ্য, প্রাঙ্গন বক্তব্য সকলকে আকৃষ্ট এবং আবেগাপ্ত করে তালে

এবং জনগণ মন্ত্রমুক্তের ন্যায় সেই নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তখনই সম্মোহনী নেতৃত্বের জন্য হয়। প্রকৃতপক্ষে, সম্মোহনী নেতৃত্ব হলো এক জাদুকরী নেতৃত্ব। ভারতের মহাদ্বা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সুর্কন্ত ও বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্মোহনী নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টিকৌশল।

উচ্চীপকের শাহ আলমের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জ্বলিত করে। শাহ আলমের নেতৃত্বের এমন গুণাবলি সম্মোহনী নেতৃত্বের গুণাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, শাহ আলমের মধ্যে সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

৪ উচ্চীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব অর্থাৎ সম্মোহনী নেতৃত্ব সম্পর্কে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে— কথাটি যথার্থ।

আধুনিক পরিবর্তনশীল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুশাসন প্রত্যয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল সুযোগ-সুবিধা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য সুশাসন আবশ্যিক। আর সুশাসনের জন্য প্রয়োজন যোগ্য, দক্ষ ও ব্যক্তিত্বপ্রায়ণ, ন্যায়প্রায়ণ নেতৃত্বের। একেতে সম্মোহনী নেতৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবর্তনশীল সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে দরকার জাতীয় জাগরণ। আর একজন সম্মোহনী নেতা তার জাদুকরি নেতৃত্ব দ্বারা জাতিকে জাগিয়ে তোলে সমাজ ও রাষ্ট্র অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে তিনি জনস্বার্থের অনুকূল, যুগেয়েগী এবং দূরদৃষ্টি সম্পর্ক নীতিমালা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন করতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলেন। দলীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তিনি জাতীয় স্বার্থকে প্রধান্য দেন। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সম্মোহনী নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। নেতৃত্বের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং সঠিক পরিচালনার ওপর আইনের শাসন জড়িত। সম্মোহনী নেতৃত্ব আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে মূলত এভাবেই একজন সম্মোহনী নেতৃত্বের যোগ্য, দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব একটি সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করার জন্য দরকার যোগ্য নেতৃত্বের। কেননা যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়া রাষ্ট্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। আর একেতে সম্মোহনী নেতৃত্ব তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন **৩৬** অং সান সূচি একজন রাজনৈতিক নেতৃ। তিনি অতি সহজেই তার প্রজা, দুরদর্শিতার মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে বেশ উজ্জ্বলিত করে।

/সচিত্তকৈন্তী সরকার একাত্মী এভ কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ১০/

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১

খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. রাজনৈতিক দল ও উপদলের মধ্যে কি কোন পার্থক্য রয়েছে? যদি থাকে উল্লেখ করো। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিকব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনস্তান্ত্রিক অবস্থা, অনুভূতি ও প্রবণতার এক সমন্বিত রূপকেই বলা হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

কোনো দেশের রাজনৈতিক মূল্যবোধের প্রতীক হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। যেকোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সহায়ক বা বিরোধী ধারা বিদ্যমান থাকতে পারে। তবে বিদ্যমান রাজনৈতিকব্যবস্থা সম্পর্কিত অনুকূল বা প্রতিকূল সকল মনোভাব, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস প্রভৃতির সমন্বিত প্রকাশই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

গ রাজনৈতিক দল ও উপদলের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বিচারে এই দুয়ের মধ্যে বিস্তৃত পার্থক্য বিদ্যমান।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিসম্পর্ক ব্যক্তিগণ নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির ভিত্তিতে যখন মিলিত হয় বা একত্রিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে। অপরদিকে, দলের মধ্যেই যখন কিছু কিছু সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ ক্ষেত্রে হিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে ক্ষেত্র ব্যক্তিগত উত্তরার্থ উত্থারে ঐক্যবন্ধ হয় তখন তাকে উপদল (Faction) বা কুচকী (Clique) দল বলে।

রাজনৈতিক দল একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সংগঠন। উপদল রাজনৈতিক দলের একটি খণ্ডিত রূপ। রাজনৈতিক দলের কাঠামো উপদলের কাঠামোর তুলনায় অনেক শক্তিশালী ও ব্যাপক। উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ। নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি সামনে রেখে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। কিন্তু নীতি ও কর্মসূচি উপদলের নিকট গৌণ বিষয়। উপদল গড়ে ওঠে কিছু স্বার্থবৈধী ব্যক্তিকে নিয়ে। একই নীতি ও মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সুসংগঠিত ও ঐক্যবন্ধ থাকে। কিন্তু উপদলের সদস্যরা সাধারণত কোনো নীতি ও আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না। এজন্য তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকে না। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ। কিন্তু উপদলের লক্ষ্য হলো সংকীর্ণ ও ক্ষেত্র ব্যক্তিগত সাধন।

ঘ গণতান্ত্রিক শ্যাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল বহুবিদ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

রাজনৈতিক দল জাতীয় সমস্যা সমাধানে দলীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনে জয়ী দল সরকার গঠন করে তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তৎপর থাকে। রাজনৈতিক দল জাতীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জনমত সংগঠন করে থাকে। তারা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটায়। রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই জনগণ রাজনৈতিকব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। রাজনৈতিক দল নেতা ও সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণে অভ্যন্ত ইতে শেখায়। এটি দেশের জনসাধারণকে ঐক্যবন্ধ করে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির ছত্রায়ায় নিয়ে আসতে কাজ করে। ফলে দেশের জনসাধারণ একই ধরনের চিন্তা সূত্রে আবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই দেশে নতুন নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় রাজনৈতিক দল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কোনো কারণে জনগণের অধিকার থেকে হলো রাজনৈতিক দল তা ফিরিয়ে আনার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল জনগণের স্বার্থবিবেচী বৈরোচারী শাসনের পথ বৃক্ষ করে। আধুনিক বিশাল আয়তন রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক জনগণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সরকার সম্পর্ক রাখতে পারে না বলে রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের স্বার্থের একত্রীকরণ এবং স্বার্থ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি, রাজনৈতিক দল জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগত করে সংকীর্ণতা দূর করে দেশপ্রেম সৃষ্টি করে।

সুতরাং বলা যায়, গণতান্ত্রিকব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। আর রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের বহুবিদ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ মতিউর রহমান একটি স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তার এলাকার নাগরিকগণের যে কোনো সমস্যার সমাধান ও বিরোধের মীমাংসা তিনি অত্যন্ত সুস্থিতভাবে সম্পন্ন করেন। এমনকি নিরপেক্ষতার স্বার্থে যেকোনো কাজে এলাকার জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। /বাইস্ট্রাইব কলেজ চৰকা/ গ্রন্থ নং ১।

ক. রাজনৈতিক অধিকার কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মতিউর রহমানের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরে সরকারের কর্ণীয় উপস্থাপন কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকদের সক্ষিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

খ আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সরকারিভাবে উৎৰে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রকর্মতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উৎৰে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মতিউর রহমানের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠে তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতার ওপর আস্থা স্থাপন করে। জনগণের সব বিষয়ে অংশগ্রহণে এ ধরনের নেতৃত্ব বিশ্বাস করে। উদাহরণস্বরূপ সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের নেতৃত্বে আলোচনা-সমালোচনার সুযোগ রয়েছে। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব তৈরি হয় জনগণের সমর্থনে। এ ধরনের নেতৃত্বে নেতৃত্ব জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান মতিউর রহমান এলাকার নাগরিকদের যে কোনো সমস্যার সমাধান ও বিরোধের মীমাংসা অত্যন্ত সুস্থিতভাবে সম্পন্ন করেন। এমনকি নিরপেক্ষতার স্বার্থে যে কোনো কাজে এলাকার জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মতিউর রহমানের এসব গুণাবলি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মতিউর রহমানের মধ্যে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ মতিউর রহমানের প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারকে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের চৰ্চার মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক ও কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সরকার একটি রাষ্ট্রের পরিচালক। তাই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ফেতে সরকারই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার যদি জনাব আজিজের মতো জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাদের সমস্যা সমাধানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তবে তা জনগণের নিকট আস্থা অর্জন করবে এবং সুশাসন বা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সহজ ও সুগম করবে।

মতিউর রহমান তার এলাকায় গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধ চৰ্চার মাধ্যমে সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সরকার যদি

রাষ্ট্রে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে তাকে প্রথমেই অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ পরিকল্পনায় জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতি ধৈয়াল রেখে সরকারকে নীতি, কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। এরপর জনগণের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সম্পদ ও সামর্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের প্রতি সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া আইন প্রণয়নের ফেতে জনগণের সমস্যাকে মাথায় রেখে বাস্তবধর্মী ও যুগেপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারকে অবশ্যই জনগণের অবাধ চলাফেরা, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণকে আইনের অন্তর্য লাভে ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ করে দিতে হবে। সর্বেপরি প্রশাসনের প্রতিটি ফেতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকারকে অবশ্যই নাগরিক সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সরকার যদি মতিউর রহমানের মতো জনগণকে কেন্দ্র করে সকল নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তবে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনাব “ক” একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তার দিক নির্দেশনায় দলটি বর্তমান সরকার গঠন করেছে। দলটির উপর এতোই প্রভাব যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে তিনি যে নির্দেশনা দেন দলের সবাই তা মেনে চলে।

/সীদাবালী সরকারি বিজ্ঞা কলেজ/ গ্রন্থ নং ৪।

ক. চাপসূচিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে? ১

খ. বহুদলীয় গণতন্ত্র বলতে কী বুঝা? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ‘ক’ এর মধ্যে কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনাব ‘ক’ এর ভূমিকা আলোচনা করা। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাপসূচিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী যাদের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে।

খ যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দুই-এর অধিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম দেখা যায়, তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বা বহুদলীয় গণতন্ত্র বলে।

বহুদলীয় গণতন্ত্রে প্রতিটি দল নিজ নিজ দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় ভোটারগণ তাদের পছন্দমতো ব্যক্তিকে বাছাই ও নির্বাচিত করতে পারে। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে। কিন্তু কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে একাধিক দলের সমন্বয়ে যুক্তফুল্ট বা কোয়ালিশন সরকার গঠনের সুযোগ থাকে।

ঘ উদ্দীপকে জনাব ‘ক’ একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। জনাব ‘ক’-এর মধ্যে নেতৃত্বের নিম্নোক্ত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন।

যে বিষয়েই থোক না কেন, নেতৃত্ব দিতে হলে নেতাকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পর্ক যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতার দূরদৃষ্টি না থাকলে তিনি এমন নীতি অনুসরণ করবেন, যা টেনে আনবে দুঃখের প্রবাহ, হতাশা বা অন্ধকার। ন্যায়-নীতি নেতৃত্বের এক বিশেষ গুণ। ন্যায়-নীতি ছাড়া অনুসরণকারীদের উত্তুন্ত করা সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান না হলে জপরের ঘনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না।

সংযমও নেতার বিশেষ গুণ। সংযম ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না আত্মবিশ্বাসের ক্ষমতা ও সদাচারণ নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য গুণ। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বও নেতার একটি অপরিহার্য গুণ। ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তি নেতাকে সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র করে এবং তিনি সকলের

আনুগত্য লাভ করেন। নেতার কর্ম, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঘোষণা করে তোলে। নেতার অভিজ্ঞতা এবং সে অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেতার কর্মপ্রবাহকে পতিশীল করে তোলে। কঠোরতা ও কোমলতা এ দুই গুণ নেতার থাকতে হবে। নেতা তাঁর অনুসারী ও অন্যান্যের প্রতি হবেন নিরপেক্ষ। তাঁর ন্যায়-নীতি হতে হবে প্রশংসনীয়। আচ্ছাদন নেতার বড় গুণ। এসকল গুণাবলি একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতায় পরিণত করে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্ব জাতিকে তাঁর অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

৫ উদ্দীপকে জনাব 'ক' দ্বারা নেতৃত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে।

নেতৃত্ব হচ্ছে সামাজিক গুণ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে পরিচালনা করাই নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের গুণেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর নির্দেশনায় তাঁর দল সরকার গঠন করেছে এবং দলে তাঁর কথা সবাই মেনে চলে অর্থাৎ দলীয় শৃঙ্খলা রয়েছে। নেতৃত্ব দলীয় নীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, সুস্থ জনমত গঠন, রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। সুযোগ্য নেতৃত্ব সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সংঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। নেতা বন্তব্য-বিবৃতি এবং প্রচার-প্রচারণা দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে তোলেন। যোগ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সুস্থ সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটান ও সুশাসন নিশ্চিত করেন। এছাড়াও যোগ্য নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ আধুনিক গণতন্ত্র মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাঁদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। জনাব 'ক' একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তিনি অত্যন্ত সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল নেতা। তিনি সবসময় তাঁর নির্বাচনী এলাকার জনগণের পাশে থাকেন, জনগণও তাঁকে পছন্দ করে এবং ভোট দিয়ে জয়ী করে। তিনি জনগণ ও সরকারের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

/অয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ১/

- ক.** নেতৃত্ব কী? ১
- খ.** রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ২
- গ.** জনাব 'ক' এর গুণাবলির আলোকে একজন যোগ্য নেতার গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যাঁর মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ রাজনৈতিক দল (Political Party) হলো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে সংযোগ-করার মাধ্যমে দলের নীতি বাস্তবায়ন করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ, পরিচালনা, নিজেদের নির্বাচনি কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি, মারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করা।

গ সুজনশীল ১৬ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাপক।

একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের নেতৃত্বের উপর। কারণ, নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করে। উত্তম নেতৃত্ব দেশকে ভালোবাসে। তাই ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্রের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, যার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সম্ভব হয়। যোগ্য নেতা আইনের অনুশাসনে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায়কে ত্বরান্বিত করে। রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। নেতৃত্বের গুণে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকে; যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের প্রাধান্য আবশ্যিক। সৎ ও যোগ্য নেতা জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি দিয়ে থাকেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। একজন যোগ্য নেতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দান করে সরকারের জবাবদিহিত নিশ্চিত করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা আবশ্যিক। যোগ্য নেতৃত্ব দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান। এগুলো উত্তম নেতৃত্বের সদিচ্ছার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তম নেতৃত্ব সুশাসনের জন্য জরুরি। সুদৃঢ় ও সুদৃঢ় নেতৃত্ব জাতীয় সংকট দূর করে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন— বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জাতিগত দাঙ্গা ও বহিশ্পন্থুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। উত্তম নেতৃত্ব রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ৪০ জনাব জামাল হোসেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রাথী হিসেবে জনগণের নিকট ভোট চান। তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য তাঁকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর দলের নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করেন। বিজিএমইএ নেতা কামাল হোসেন সভাপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ শিরের উন্নয়নে তাঁকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

- ক.** রাজনৈতিক দল কী? ১
- খ.** রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
- গ.** উদ্দীপকে বিবৃত প্রধান ও বিভীষণ সংগঠনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ.** জনাব জামাল হোসেন ও কামাল হোসেনের মধ্যকার উদ্দেশ্যের পার্থক্য রয়েছে-যুক্তি দাও। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রয়েছে।

রাজনৈতিক দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো— জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রাথী মনোনয়ন এবং জয়লাভের চেষ্টা করা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে এবং দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় গিয়ে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে এবং নির্বাচনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

গ. সূজনশীল ১৭ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

য. জনাব জামাল রাজনৈতিক দলের এবং কামাল হোসেন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এ কারণে তাদের মধ্যকার উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিদ্যমান। রাজনৈতিক দল এমন এক জনসংগঠন যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতাত্ত্বিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবন্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরম্পরের সাথে আবন্ধ হন। এ কারণেই তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, 'জনগণকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণরাজ্য আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য'। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হলো নিয়মতাত্ত্বিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করা। রাজনৈতিক দল এজন্য প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে রাখতে সচেষ্ট হয়। নির্বাচনে জনগণের ম্যাডেট লাভ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য। স্বার্থ আদায় বা স্বার্থরক্ষার জন্য বহুমুখী, ব্যাপক সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় না। এমনকি জাতীয় কল্যাণের জন্য কোনো মহান উদ্দেশ্যও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর থাকে না।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি জামাল হোসেন এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি কামাল হোসেনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সূল্পষ্ঠ পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ৪১ মি. রহিম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে একটি সংগঠন থেকে মনোনয়ন লাভ করেছেন। তিনি এ সংগঠনের স্থানীয় নেতা, সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। জনগণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। অপরপক্ষে তাঁর বন্ধু রাশেদ এমন একটি সংগঠনের সদস্য যেটি কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মি. রহিম তাঁর বন্ধু রাশেদের সংগঠনের সমর্থন লাভ করতে চান। /স্কলার্স হোম সিলেক্ট/ প্রশ্ন নং ১০/

ক. নেতৃত্ব কী?

খ. উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বল হয় কেন?

গ. উদীপকে বর্ণিত মি. রহিম ও মি. রাশেদের সংগঠনের মধ্যে

বৈসাদৃশ্য তোমার পাঠিত বিষয়ের আলোকে আলোচনা কর।

ঘ. বর্তমান গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে উদীপকে উল্লিখিত মি. রহিম সাহেবের

সংগঠনটির গুরুত্ব অপরিসীম বিশ্লেষণ কর।

১
২
৩
৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নেতৃত্ব হলো এমন এক সামাজিক প্রভাবের প্রক্রিয়া যার সাহায্যে মানুষ কোনো সার্বজনীন কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্যান্য মানুষের সহায়তা ও সমর্থন লাভ করতে পারে।

খ. মহান ও উদারমন্ব ব্যক্তিই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে পারেন। আর তাই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

উদারতার কারণেই নেতা ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্চল দিয়ে সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারেন। উদারতা থাকলে নেতার মধ্যে সংকীর্ণতা, দীনতা, পরগ্রাহ্যতা, স্বার্থপরতা ও হীনমুন্নয়তা ঠাঁই পাবে না। এ সকল কারণেই উদারতাকে নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলা হয়।

গ. সূজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ৪২ কবির একটি সংগঠনের সদস্য। উক্ত সংগঠনের সদস্যরা গোষ্ঠীবন্ধ, কিন্তু তারা নির্দিষ্ট স্বার্থ হসিলের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য দল পঠন নয়, ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়। অনেকে এই গোষ্ঠীকে স্বার্থবৈধী গোষ্ঠী হিসেবেও গণ্য করে থাকেন। অপরদিকে, কামাল অন্য একটি সংগঠনের সদস্য যার উদ্দেশ্য জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া।

/কামালহোট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, নালমনিরহাট/ প্রশ্ন নং ১০/

১. ক. নেতৃত্ব কী?

২. খ. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ?

৩. গ. উদীপকে উল্লিখিত গোষ্ঠীর সাথে তোমার পঠিত কোন কোন

গোষ্ঠীর মিল রয়েছে? তাদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

৪. ঘ. কবিরের উক্ত গোষ্ঠী দেশের সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে

সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে থাকে— বিশ্লেষণ কর।

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. নেতৃত্ব হলো এমন গুণবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ. গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলই জনমত গঠন ও প্রচারের প্রেরণামূলক বাহন বলে স্বীকৃত।

রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের নানাবিধ সমস্যা জনগণের সম্মুখে তুলে ধরে এবং এ সকল ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বৃত্ততা-বিবৃতি প্রদান করে এবং দলীয় পুষ্টি-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করে।

গ. সূজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. উদীপকের কবিরের সংগঠনটি হলো— চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন একটি গোষ্ঠী যার সদস্যরা সময়নোভাবাপন্ন এবং অভিন্ন স্বার্থের দ্বারা আবন্ধ। এরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে সরকারি-বেসরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে রাখার প্রচেষ্টা চালায়।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ক্ষমতা লাভ বা সরকার গঠন না। তাদের মূল লক্ষ্য হলো সরকারি-বেসরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে রৌপ্য গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারের আইন প্রণয়নে ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী পুরোটা প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। সরকার কোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দোগ নিলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সেই আইন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার বা কর্তৃপক্ষকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে নেয়।

মাঝে মাঝে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এমন মরিয়া হয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে যে, অনেক সময় সরকারি কর্মকাণ্ড বন্ধের উপকূল হয়ে যায়। ফলে সরকার বা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি নমনীয় হতে। তারা সরকারের গণতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরকারের নীতি অগণতাত্ত্বিক বা বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমালোচনা করে সরকারকে সতর্ক করে দেয়। প্রয়োজনে তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারকে নালা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রারম্ভণ প্রদান করে। তবে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সকল কর্মকাণ্ডের মূলে থাকে সরকারি ও বেসরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখা।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারি কাঠামোর বাইরে অবস্থান করে সরকারি ও বেসরকারি নীতিমালা গ্রহণ, পরিচালনা এবং নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জনাব মিলন একটি সংগঠনের সদস্য। যার কর্মকাণ্ড সারাদেশে বিস্তৃত। উক্ত সংগঠন মানুষের ভৌটিকিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের সমর্থন চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। অপরদিকে, এনায়েত আরেকটি সংগঠনের সদস্য। যারা শুধু নিজেদের স্বার্থক আদায়ের জন্য কাজ করে।

/বাল্পরবান ক্লাইনমেন্ট প্রাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/

- ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলন ও এনায়েতের সংগঠন এর মধ্যে পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিলনের সংগঠনটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Leadership'।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুগ্ধ, আবেগাপ্ত এবং অন্ধে অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক ধাদুকুরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্বিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে পারেন। মহাজ্ঞা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ সূজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ সুমন ও শহীদ দুই বন্ধু। সুমন একটি জন সংগঠনের নেতা। সে তার কর্মাদের নিয়ে সব সময় বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত গঠনে ব্যস্ত থাকে। সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচি জনগণের নিকট প্রচার করে। সরকারের অগণতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সুমনের প্রধান লক্ষ্য, আগামী নির্বাচনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করা। অন্যদিকে শহীদ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেয়। শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে সে বন্ধু পরিকর। /বুদ্ধিমত্ব সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. নেতৃত্ব কী? ১
- খ. রাজনৈতিক দলের একটি কাজ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুমন কী ধরনের সংগঠনের নেতা? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দৃঢ় সংগঠনের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তুমি কোনটিকে অপরিহার্য মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো এমন গুণাবলি যা মানুষকে অসাধারণ কাজ করার সামর্থ্য দেয়।

খ গণতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান একটি কাজ হলো সরকার গঠন। নির্বাচনে জয়ী রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হলো সরকার গঠন করা। সরকার গঠন করার পর রাজনৈতিক দল তার নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ পালনে তৎপর থাকে এবং পাশাপাশি দলীয় নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে।

গ সূজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ১০ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ আব্দুল মুবিন একটি সংগঠনের নেতা। তার সংগঠনটি একবার রাষ্ট্রকর্মতায় ছিল। সংগঠনটি জাতির সামনে বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে কর্মসূচির পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আগামী নির্বাচনে আবার রাষ্ট্র কর্মতায় যাওয়ার জন্য সংগঠনটি নিজেদের কর্মসূচি প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে চলছে।

/পুলিশ সাইল স্কুল প্রাইভেট কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ১/

- ক. নেতৃত্ব কী? ১
- খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আব্দুল মুবিন কোন ধরনের সংগঠনের নেতা? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "গণতাত্ত্বিকব্যবস্থায় উক্ত সংগঠনের ভূমিকা সর্বাধিক"— উত্তিতে মূল্যায়ন কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব হলো একজন নেতার এমন কিছু গুণাবলির সমষ্টি যা যার মাধ্যমে সে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থকে নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, সুশীল সমাজ প্রতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ আব্দুল মুবিন রাজনৈতিক দলের নেতা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুল মুবিনের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল হলো নিদিষ্ট মতাদর্শে সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা একই মতাদর্শে ও সমন্বিত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক্যুবন্ধ হন। দলের সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও সমাজ বা জাতির সামগ্রীক কল্যাণে তারা একই পোষণ করেন। সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কার্যকৰ সম্পন্ন করে। জনসমর্থনের মাধ্যমে বিজয় অর্জন ও সরকার গঠন এবং পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনার মাধ্যমে দলীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, আব্দুল মুবিন একটি গণতাত্ত্বিক দেশের নাগরিক। সে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত। তার সংগঠনটি সবসময় রাষ্ট্রীয় কর্মতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে। অর্থাৎ, আব্দুল মুবিন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করে শাসনকর্মতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এ জন্য তারা সরকারি কাজের সমালোচনা করে এবং দেশের সমস্যাগুলো জনগণের সামনে তোলে ধরে। তাই বলা যায়, আব্দুল মুবিনের সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। কেননা, রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্রীয় কর্মতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

ঘ সূজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ জনাব রহিম আলম ইউরোপের একটি দেশের পার্লামেন্ট অধিবেশন সরাসরি পার্লামেন্টে বসে দেখছিলেন। অধিবেশনে বিরোধী দলীয় নেতা তার বক্তৃতায় সরকারের মন্দ কাজের নিম্ন করার পাশাপাশি ভালো কাজের প্রশংসা করলেন। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করলেন। উক্ত বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা হাততালি দিয়ে সাধুবাদ জানায়।

/বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, পুনরা। প্রশ্ন নং ২/

- ক. দূনীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি? ১
- খ. অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে বিরোধী দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। তথ্য কি মনে করো উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ কি বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়? বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা কী হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দূনীতি শক্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Corruption।

খ. অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিককে কঙগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায়। প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোটদান হলো অধিকার এবং ভোগের নিশ্চয়তা নিহিত। তাই বলা হয়, অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত।

গ. উদ্দীপকে ইউরোপের একটি দেশের পার্লামেন্ট অধিবেশনের দ্বারা মূলত বিরোধী দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা শুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্রে বিরোধী দল বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে। সরকারের ভুলভুতি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে বিরোধী দল জনগণকে অবহিত করে। বিরোধী দল সংসদে সরকার কর্তৃক গৃহীত জনবিমুখ নীতি বা পরিকল্পনার বিরোধীতা করে সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে। এছাড়া বিরোধী দল বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমত গঠনেও ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইউরোপের একটি দেশের পার্লামেন্টে বিরোধীদলীয় নেতা তার বক্তব্য সরকারের মন্দ কাজের নিন্দা করার পাশাপাশি ভালো কাজের প্রশংসা করেন। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করেন। উক্ত বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা হাতডালি দিয়ে সাধুবাদ জানায়। বিরোধী দলের এরূপ ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সরকার বেছাচার হতে পারে না এবং জনকল্যাণমূখী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বিরোধীদলের গঠনমূলক ভূমিকা এবং সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি বলা হয়েছে। যা বাংলাদেশেও দেখা যায়। কেননা, বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ। যদিও সবসময় বিরোধী দলের কার্যকরি ভূমিকা অঙ্গুষ্ঠ থাকে না। তবুও বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিরোধী দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আমি মনে করি বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের কার্যকরি ভূমিকা থাকা উচিত। সরকার যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, সৈরাচারী ও দূনীতিপরায়ণ না হয় সেজন্য বিরোধী দলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে বিরোধী দল বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতি প্রদান ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সৎ ও দূনীতিমূল্য নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়। তাই বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেতৃত্বদের হতে হবে সৎ, দক্ষ ও দূনীতিমূল্য। এছাড়া বিরোধী দল জনমত গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরিতে বিরোধী দলের ভূমিকা রাখা উচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্রে বিরোধী দল বিকল্প সরকারের মতো কাজ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ৪৭. চীনা নাগরিক মি. লিউ বাংলাদেশে বেড়াতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু তার দেশের দল ব্যবস্থার কথা মনে করে কষ্ট পান। তিনি মনে করেন, অনেক দল থাকার কারণে এ দেশের মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন। [/বিলাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ/](#) প্রশ্ন নং ৩

ক. বাংলাদেশে কী ধরনের দলব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে? ১

খ. গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য কেন? ২

গ. মি. লিউ এর দেশে কোন ধরনের দলব্যবস্থা বিদ্যমান? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. লিউ এর দেশ এবং বাংলাদেশের দলব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশে বহুদলীয় দলব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

খ. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম।

গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপরিস্থিতি। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব সর্বাধিক। রাজনৈতিক দল জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেকোনো একটি কর্মসূচিকে সমর্থন করতে এবং তা অনুসরণ করতে রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে শিক্ষা দান করে। গণতন্ত্রে সরকার পরিচালনার জন্য তাই রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

গ. মি. লিউ, এর দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

কোনো রাষ্ট্রে যখন কেবল একটিমাত্র রাজনৈতিক দল কার্যকর থাকে এবং রাষ্ট্রের জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঐ একটিমাত্র দলকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। তখন ঐ রাজনৈতিকব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। এ ব্যবস্থায় একটিমাত্র দলই সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দলই তার দলীয় আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ছাড়া অন্যসব দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। হিটলারের জার্মানিতে এবং মুসলিমীর ইতালিতে একদলীয় ব্যবস্থা চালু ছিল।

মি. লিউ বাংলাদেশে বেড়াতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ দেখে মুগ্ধ হন। এ সময় তার নিজ দেশের একমাত্র দল ব্যবস্থার কথা মনে করে কষ্ট পান। এ থেকে বোঝা যায়, মি. লিউ এর দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ. উল্লিখিত উদ্দীপক থেকে বোঝা যায় যে, মি. লিউ এর দেশে একদলীয় ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

মি. লিউ এবং বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থা তথা একদলীয় ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এ দুটি দলীয় ব্যবস্থার পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কোনো রাষ্ট্রে যখন একটি রাজনৈতিক দল কার্যকর থাকে তখন ঐ রাজনৈতিকব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। চীন, কিউবায় একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। আর বহুদলীয় ব্যবস্থা বলতে এমন এক রাজনৈতিকব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দুই এর অধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। ভারত, বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান। একদলীয় ব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক একটি দলই স্থীরূপ, অন্য সকল দল নিষিদ্ধ। বহুদলীয় ব্যবস্থায় অনেক রাজনৈতিক দলের অন্তিম থাকলেও কয়েকটি বৃহৎ দলই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। একদলীয় ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময় একটি দল ক্ষমতা চৰ্চার কারণে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোনো দলের নিরঙুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতার কোনো সুযোগ থাকে না। একদলীয় ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। এ ব্যবস্থায় ভিন্ন মতের কঠরোধ করা হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিকব্যবস্থায় সুষ্ঠু জনমত গঠনে

সহায়তা করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য ও বিবৃতি জনগণকে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মি. লিউ এর দেশে বিদ্যমান একদলীয় ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ গামেটিস শ্রমিক ফয়সাল। শ্রমিকদের সুখ-দুঃখে তাকে পাশে দেখা যায়। শ্রমিকদের বকেয়া বেতন আদায়, বেতন বৃদ্ধি, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রায় তিনি মালিক পক্ষের সঙ্গে দরকার্যাক্ষি করেন। ফয়সাল এর কর্মকাণ্ডে অন্যান্য শ্রমিকরা সন্তুষ্ট। তার নেতৃত্বে সবাই মেনে নেয়। /প্রাবত্তিপুর সরকারি কলেজ, বিজাঞ্জপুর। প্রশ্ন নং ৭/

ক. একজন সম্মোহনী নেতার নাম লেখ? ১

খ. একজন শিক্ষক কোন ধরনের নেতৃত্ব বহন করে— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফয়সালের সংগঠনটিকে কার্যকলাপ কিসের সহায়ক বলে তুমি মনে করো। ৩

ঘ. ফয়সাল এর কর্মকাণ্ডকে কি বলে? এর গুণাবলিসমূহ বর্ণনা করো। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন সম্মোহনী নেতার নাম বজ্জবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ একজন শিক্ষক বিশেষজ্ঞসূলত নেতৃত্বের অধিকারী।

বিশেষ কোনো জ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতির জন্য কোনো ব্যক্তি যে নেতৃত্ব লাভ করেন তাকে বিশেষজ্ঞসূলত নেতৃত্ব বলে। একজন শিক্ষক তার পেশার সাফল্য হারা মানুষকে প্রভাবিত এবং ভালোবাসা অর্জন করতে পারেন। তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুনামই অপরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

গ ফয়সালের সংগঠনটির কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এটি সুশাসনের সহায়ক বলে আমি মনে করি।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ইতিবাচক ভূমিকা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরা নিজেদের স্বার্থের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এরা জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সরকারের জবাবদিহিত নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা সৃষ্টি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছে।

উদ্দীপকের গামেটিস শ্রমিক ফয়সাল শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে থাকেন এবং মালিকপক্ষের সাথে দরকার্যাক্ষি করেন। তার এই কর্মকাণ্ডের সাথে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের মিল আছে। এ গোষ্ঠী সমাজের নিদিষ্ট শ্রেণির দাবি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপনের মাধ্যমে আদায়ের চেষ্টা করে। ফয়সালের সংগঠনের এমন কার্যাবলি শ্রমিকশ্রেণির মানুষের ন্যায্য দাবি আদায় করে। এছাড়াও তার সংগঠন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো একত্রীকরণ করে সরকারের নিকট তুলে ধরবে। ফলে সরকার কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। এছাড়াও সংগঠনটি সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

ফয়সালের সংগঠন বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো সরকারের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সরকার অগণতান্ত্রিক বা বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তারা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সতর্ক করে এবং সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে। ফলে জনস্বার্থ রক্ষিত হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং বলা যায়, ফয়সালের সংগঠনটি অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকলাপ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তা সুশাসনের সহায়ক।

ঘ সূজনশীল ১৩ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ কাদের সাহেব প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা। দলীয় কর্মীরা তাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু বিরোধীদলীয় কর্মীরা তাকে খুব ভয় পায়। অন্যদিকে, রাজেশ রাজনীতি করলেও তাকে কেউ ভয় পায় না, সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি সকল সমস্যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমাধান করার চেষ্টা করেন। /বাবলা সরকারি কলেজ, মিরপুর, কুষ্টিয়া। প্রশ্ন নং ৬/

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১

খ. নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কাদের সাহেবকে কি তুমি সফল নেতা বলবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজেশ সাহেবের মধ্যকার গুণাবলি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তা আলোচনা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো সংগঠিত গোষ্ঠীবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে সচেষ্ট হয়।

খ নেতৃত্ব হলো ব্যক্তির সেই সব কাঙ্ক্ষিত গুণাবলি, যা সমাজের অভীন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করতে পারে।

নেতৃত্ব মানুষের একটি সামাজিক গুণ। নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বোঝায়। কিন্তু পৌরনীতিতে নেতৃত্ব শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। পৌরনীতিতে নেতৃত্ব হলো ব্যক্তি বা দলের সেই গুণাবলি যা স্বারা গোষ্ঠী বা সমাজের জনসাধারণকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

গ কাদের সাহেবের মধ্যে নেতৃত্বের যথাযথ গুণাবলি অনুপস্থিত থাকায় তাকে আমি সফল নেতা বলব না।

নেতার অপরিহার্য গুণ হলো তার ব্যক্তিত্ব। নেতাকে অবশ্যই সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। ব্যক্তিত্বাত্মক ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান কিছুতেই সম্ভব নয়। একমাত্র ব্যক্তিত্বের বলেই একজন ব্যক্তি অপরাপর সকলের ওপর তার প্রভাব খাটাতে সক্ষম হন। আচার-আচরণ, সততা, দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা, তেজবিতা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে একজন নেতার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। নেতাকে হতে হবে উদার ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। সংকীর্ণমন ও স্বার্থপর ব্যক্তির পক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব নয়। কেবল মহান ও উদারমন্ত্র ব্যক্তির পক্ষেই সাধারণ জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, কাদের সাহেব একজন প্রভাবশালী নেতা। তার দলীয় কর্মীরা তাকে খুব পছন্দ করলেও বিরোধী দলীয় কর্মীরা তাকে খুব ভয় পায়। অর্থাৎ, একজন নেতা হিসেবে কাদের সাহেব তার গুণাবলি স্বারা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। এ কারণে বিরোধী দলীয় কর্মীরা তাকে ভয় পায়। অথবা একজন সফল নেতা নিজ দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি বিরোধী দলীয় কর্মীদের নিকটেও তার ব্যক্তিত্ব ও উদারতা স্বারা শ্রদ্ধা-সম্মান অর্জন করে থাকেন, যেটি কাদের সাহেবের অর্জন করতে পারেননি। তাই কাদের সাহেবকে আমি সফল নেতা বলব না।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজেশ সাহেব একজন রাজনৈতিক নেতা। কেউ তাকে ভয় পায় না, সবাই শ্রদ্ধা করে। তিনি সব সমস্যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমাধান করার চেষ্টা করেন। রাজেশ সাহেবের এসব গুণাবলির ভিত্তিতে তাকে একজন যোগ্য নেতা বলা যায়। আর একজন যোগ্য নেতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

যোগ্য নেতৃত্ব দেশকে ভালোবাসে। তাই ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্রের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, যার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি। দক্ষ নেতৃত্ব অধিকারী কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমর্থয় আনয়ন করে প্রশাসনকে গতিশীল করে তোলে। যোগ্য নেতা আইনের অনুশাসনে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন, যা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমতের

প্রাধান্য আবশ্যিক। দেশের জনগণের মতামতের গুরুত্ব দিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ গতিশীল হয়। সৎ ও যোগ্য নেতা জনমতের প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচি দিয়ে থাকেন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য নেতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রদান করে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা আবশ্যিক। যোগ্য নেতৃত্ব দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত গুণাবলি রাজেশ সাহেবকে একজন যোগ্য নেতা হিসেবে প্রমাণিত করে। আর একজন যোগ্য নেতা উল্লিখিত উপরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

প্রশ্ন ৫০ তিনি বন্ধু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। পথ ভুল হয়ে যাওয়ায় তিনি জনই বিপদের গন্ধ পাইছিল। এমতাবস্থায় সবচেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান বন্ধুর কাছে বাকি দুইজন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পথ খোজার দায়িত্ব অর্পণ করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ধু বলে, 'আমি যা বলব তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মানতে হবে।'

/সরকারি সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ প্রশ্ন নং ২/

- ক. নেতৃত্বের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. নেতৃত্বের প্রকারভেদ উল্লেখ করো। ২
গ. আদর্শ নেতৃত্বের গুণগুলো আলোচনা করো। ৩
ঘ. বিনা বাক্য ও যুক্তি ব্যয়ে যে ধরনের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করা হয় সেটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্ব এমন এক সামাজিক প্রভাবের প্রক্রিয়া যার সাহায্যে মানুষ কোনো সর্বজনীন কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্যান্য মানুষের সহায়তা ও সমর্থন লাভ করতে পারে।

খ নেতৃত্ব প্রধানত চার প্রকার।

নেতৃত্বকে প্রধানত বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্ব, সম্মোহনী নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব এই চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এছাড়া আরো কয়েক প্রকার নেতৃত্ব দেখা যায়। যেমন- তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব, একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্ব, গণতাত্ত্বিক নেতৃত্ব, সর্বাঙ্গিকবাদী নেতৃত্ব, সন্দাতন নেতৃত্ব ইত্যাদি।

গ সূজনশীল ২৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ বিনা বাক্য ও যুক্তি ব্যয়ে যে ধরনের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করা হয় সেটি হলো একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্ব।

একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্বে নেতা সর্বময় ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এ ধরনের নেতৃত্বে নেতার আদেশই আইন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিপদে পড়ে উদ্ধার পাবার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয় সে বলে "আমি যা বলব তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মানতে হবে"। এটি মূলত একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্বকে নির্দেশ করে। কেননা একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্ব একজন ব্যক্তির কর্তৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যবস্থায় নেতা একক শাসক হিসেবে কার্য পরিচালনা করেন এবং তার সহকর্মীরা সাধারণত তার অধীন থাকে। একনায়কতাত্ত্বিক নেতা অন্য কাউকে তার অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন উদ্দেশ্যই প্রধান। উপায় তার সমর্থক মাত্র। এ ধরনের নেতৃত্ব ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেন না। তিনি নিজেকে দক্ষ, কর্ম পরিচালক এবং বিচার প্রতিষ্ঠার প্রবর্তক বলে মনে করেন। নেতা সাংগঠনিক কর্মে গোষ্ঠী তৎপরতার ও অংশগ্রহণকে প্রশংসন দেন না। সদস্যরা কোনোরূপ যুক্তিবোধ স্বারূপ পরিচালিত না হয়ে নেতার আদেশ পালন করে যান।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিনা বাক্য ও যুক্তি ব্যয়ে একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্বে নেতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন ৫১ বাংলাদেশের উর্ধ্বে রাজনৈতিক দল আছে দলগুলো এখন বিভিন্ন ধারা ও জোটে বিভক্ত। এই দলগুলো দেশে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীক্ষমতা যাওয়ার চেষ্টা করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়।

/বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীক্ষমতা যাওয়ার চেষ্টা করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়।/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্বের উদাহরণ দাও। ১
খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কী ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. একদলীয় শাসনব্যবস্থা থেকে উক্ত ব্যবস্থা ভিন্ন— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্বের উদাহরণ হলো হিটলার এবং মুসোলিনী।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ স্বারূপ জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাপ্তি ও উদ্ধৃত করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মৃগ্ধ, আবেগাপ্ত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাপ্তি করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিগুণতা, চারিত্বিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিলিপ যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাপ্তি ও উদ্ধৃত করতে পারেন। মহাজ্ঞা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃত উদাহরণ।

গ সূজনশীল ৩৪ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৩৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ৫২ মি. 'ক' একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। তিনি অতি সহজেই তার প্রজন্ম ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে। /সরকারি বিপিনাল কলেজ/ প্রশ্ন নং ১/

- ক. আমলাতন্ত্র কী? ১
খ. রাজনৈতিক দল বলতে কী বোঝ? ২

- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর নেতৃত্বের ধরন পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর গুণাবলি ব্যতীত নেতৃত্বের আর কী কী গুণাবলি থাকতে পারে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যা রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

খ রাজনৈতিক দল হলো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

আধুনিক গণতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে সংঘবন্ধ- করার মাধ্যমে দলের নীতি বাস্তবায়ন করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীক্ষমতা গ্রহণ, পরিচালনা, নির্বাচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সকল ধর্ম-বৈশিষ্ট্য, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করা।

গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর নেতৃত্বের ধরন হলো সম্মোহনী নেতৃত্ব।

সম্মোহনী শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যক্তির বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি। আর এ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন নেতাকে সাধারণ জনগণের নিকট হতে পৃথক করে। এ ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে নেতা জনগণকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেন যে, জনগণ তার কথার বাইরে যেতে পারে না এবং নেতার জন্য জীবন দান করতেও কুষ্ঠাবোধ করে না।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা মি. 'ক' অতি সহজেই তার প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জ্বলিত করে। মি. 'ক' এর ধরনের ব্যক্তি সম্মোহনী নেতৃত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর নেতৃত্ব হলো সম্মোহনী নেতৃত্ব।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর গুণাবলি অর্থাৎ প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও বাণিজ্ঞান ছাড়াও নেতৃত্বের আরও বিভিন্ন গুণাবলি রয়েছে।

যে বিষয়েই হোক না কেন, নেতৃত্ব দিতে হলো তাকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন- তা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। নেতার দুরদৃষ্টি না থাকলে তিনি এমন নীতি অনুসরণ করবেন, যা টেনে আনবে দুঃখের প্রবাহ, হতাশা বা অন্ধকার। ন্যায়-নীতি নেতৃত্বের এক বিশেষ গুণ। ন্যায়-নীতি ছাড়া অনুসরণকারীদের উত্তুল্য করা সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান না হলে অপরের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না।

সংযমও নেতার বিশেষ গুণ। সংযম ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয় না এবং দুঃখ ও বেদনায় সাহস সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। আত্মবিশ্বেষণের ক্ষমতা ও সদাচরণ নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য গুণ। নেতার অভিজ্ঞতা এবং সে অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নেতার কর্মপ্রবাহকে গতিশীল করে তোলে। অভিজ্ঞতার অভাব নেতৃত্বকে ম্লান করতে পারে। কঠোরতা ও কোমলতা এ দুই গুণ নেতার থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে তিনি হবেন বজ্রের মত কঠোর এবং ঝুলের মত কোমল। নেতা তার অনুসারী ও অন্যান্যের প্রতি হবেন নিরপেক্ষ। তার ন্যায়-নীতি হতে হবে প্রশ়াতীতি। আকস্মাতে নেতার বড় গুণ। আকস্মাতে নেতার নেতৃত্ব ম্লান হয়ে পড়ে। নেতা অসাধারণ সাহসী ব্যক্তি। কোন বাধা তার পথ রোধে সক্ষম নয়। এসকল গুণাবলি একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নেতায় পরিণত করে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণে যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্ব জাতিকে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এজন্য একজন নেতাকে প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও বাণিজ্ঞান ছাড়াও উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী হতে হয়।

প্রশ্ন ৫৩ বিভিন্ন রাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ী হলে তার সংগঠন জনগণের জন্য কি কাজ করবে তা জনগণের সামনে তুলে ধরে। জনগণ টেলিভিশনে তাদের বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখে রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে এবং ভোট দানের বিষয়ে মনোভাব গঠন করে।

/ক্যাল্টনহেস্ট কলেজ, যশোর/ পৃষ্ঠা নং ১১/

ক. জনমত কী?

১

খ. কেন একনায়কতন্ত্র জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার নয়?

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ কি? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমটিই জনগণের মনোভাব গঠনের একমাত্র মাধ্যম নয়"— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? সুচিত্তিত মতামত দাও।

৪

ক. সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ এবং সুচিত্তিত মতামতই জনমত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

খ. একনায়কতন্ত্র জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার নয় কেননা, এতে স্বৈতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে।

একনায়কতন্ত্রে একজন শাসকের হাতে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রের সকল মন্ত্রী, আমলা ও জনগণকে এই শাসকের হৃকৃম মেনে চলতে হয়। একনায়কতন্ত্রে শাসকের আদেশই আইন বলে বিবেচিত হয়। এতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। তাই রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এসব কারণেই একনায়কতন্ত্র জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার নয়।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি মৌলিক উপাদানে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান কাজ দলের আদর্শের ভিত্তিতে দলীয় নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক দল নীতি নির্ধারণ করে এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এ সকল নীতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দান করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের ভূলক্ষণি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। সমাজের সর্বস্তুরের জনগণের সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি জাতীয় প্রক্রিয়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল সরকারের নিকট জনগণের দাবি-দাওয়া তুলে ধরে। একটি রাজনৈতিক দল এসব মৌলিক কার্যবলি ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে তিভিতে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়ী হলে কি কাজ করবে তা তুলে ধরে। জনগণ বিতর্ক দেখে রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। যা রাজনৈতিক দলের জনমত গঠনের কাজকে নির্দেশ করে।

ঘ. হ্যা, "উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমটিই জনগণের মনোভাব বা জনমত গঠনের একমাত্র মাধ্যম নয়"— বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি। রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ হলো জনমত গঠন করা। এর মাধ্যমেই রাজনৈতিক দল জনসমর্থন আদায় করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপ্রাপ্ত দল জনমতকে বাস্তবে রূপায়িত করে। বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দল জনগণের মনোভাব গঠন করে থাকে।

উদ্দীপকে জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল টেলিভিশনকে ব্যবহার করেছে। এছাড়াও আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে। যেমন— রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে জনগণের মনোভাব গঠন করতে পারে। এতে করে তারা সরাসরি জনগণের কাছে পৌছাতে পারে। রাজনৈতিক দল সংবাদপত্রের মাধ্যমে নানাবিধি সমস্যা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারে এবং জনগণের মনোভাব গঠন করতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দল তাদের বক্তৃতা ও বিবৃতি তুলে ধরতে পারে। এছাড়া রাজনৈতিক দল দলীয় পুনৰুৎপত্তি-পত্রিকার মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করে জনমত গঠন করতে পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল পোস্টার, দেওয়াল লিখন, জনসংবোধ ও মতবিনিয়ন সভা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে জনমত গঠন করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোধ যায়, রাজনৈতিক বিভিন্ন মাধ্যমকে ব্যবহার করে জনমত গঠন করতে পারে। তাই বলা যায়, টেলিভিশনই জনগণের মনোভাব গঠনের একমাত্র মাধ্যম নয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ জার্মানির নাগরিক আইজেক বার্নার সম্প্রতি বাংলাদেশে বেড়াতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের রাজনৈতিক আদর্শ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হন আবুল কাশেম নামের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির সাথে কথা বলে। কেননা, আবুল কাশেম তার ব্যক্তিত্ব, কথা, আচরণের মাধ্যমে সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেন। জনগণ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। বিশেষভাবে তার বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব জনগণকে উজ্জীবিত করে।

/প্রিলিপ লাইসেন্স স্কুল ড্যাট কলেজ, ব্যাচ।/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. আবুল কাশেমের মধ্যে কী ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতৃত্ব পরিবর্তনশীল সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল হলো বিশেষ নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিচালনার চেষ্টা করে।

খ রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রয়েছে।

রাজনৈতিক দলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো— জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রাথী মনোনয়ন এবং জয়লাভ করে সরকার গঠন করা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে এবং দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়। রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় গিয়ে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে এবং নির্বাচনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

গ সূজনশীল ৩৫ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৩৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ 'ক' নামক রাষ্ট্রের জনগণ কিছু জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কঠগুলো নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠনটির প্রধান নেতা তথ্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর। তবে উদার মানসিকতা, সহিষ্ণুতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অঞ্চলে সংগঠন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংগঠনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

/বাংলাদেশ নেটোবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, কুলন।/ প্রশ্ন নং ৮/

- ক. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

- খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী? ব্যাখ্যা করো। ২

- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি কি ধরনের সংগঠন তার কার্যবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছে— তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো। যুক্তি দাও। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Leadership।

খ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থে নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না। এরা সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করে নিজেদের স্বার্থকে যথাযথভাবে আদায় করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। শিক্ষক সমিতি, বণিকসংঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যাংক কর্মচারী ক্ষেত্রাবেশন, সুস্থিল সমাজ প্রত্নতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

গ সূজনশীল ২০ এর 'গ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সূজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ জনাব আবদুর রহিম একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য যে সংগঠনটি মানুষের ভৌটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করে। অপরদিকে জনাব করিম আরেকটি সংগঠনের সদস্য। যার সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ আদায়ে সচেষ্ট থাকে।

/বেয়াবালী সরকারি মহিলা কলেজ।/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. সম্মোহনী নেতৃত্ব কী? ১

- খ. ভৌটাধিকার কী? ২

- গ. জনাব আবদুর রহিম ও জনাব আবদুল করিমের সংগঠনের পার্থক্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব আবদুর রহিমের সংগঠনটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলে।

খ ভৌটাধিকার হলো নাগরিকের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্রের প্রাঙ্গবর্যস্ক (১৮ বছর) নাগরিক যেকোনো স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ভৌট প্রদানের অধিকার ভোগ করে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। নির্বাচনে ভৌট প্রদানের মাধ্যমে নাগরিকগণ পরোক্ষবাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

গ সূজনশীল ১৭ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ রফিক ও শফিক দুজনই একটি শির প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক। রফিক 'ক' নামের একটি সংগঠনের নেতা। তার সংগঠনটি জাতীয় সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধানের জন্য সরকার গঠন করতে চায়। অন্যদিকে, শফীদ 'ঘ' নামের একটি সংগঠনের সাথে জড়িত। এ সংগঠনটি শ্রকিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে, এবং দারী পূরণে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

/অঞ্চলিক সরকারি মহিলা কলেজ।/ প্রশ্ন নং ২/

- ক. জনমতের দৃটি বাহনের নাম লিখ। ১

- খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব বলতে কি বুঝ? ২

- গ. উদ্দীপকের 'ক' কোন ধরনের সংগঠন? আলোচনা কর। ৩

- ঘ. উদ্দীপকের 'ক' ও 'ঘ' নামের সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনমতের দৃটি বাহন হচ্ছে পরিবার ও প্রচার মাধ্যম।

খ কোনো বিশেষ নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণকে ভীষণভাবে সম্মোহিত, অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বলা হয়।

সম্মোহনী নেতৃত্বের ভূমিকা জনগণকে মুক্ত, আবেগাপ্ত এবং অন্ধ অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এক যাদুকরী নেতৃত্ব। এ ধরনের নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনো নেতা তার বক্তব্য, নিপুণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের প্রবল যাদুকরী স্পর্শে জনগণকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত ও উন্মুক্ত করতে পারেন। মহাজ্ঞা গান্ধী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ সম্মোহনী নেতৃত্বের প্রকৃত্য উদাহরণ।

গ সূজনশীল ৩ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৩ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ষষ্ঠ অধ্যায়: রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

★★ রাজনৈতিক দলের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

১. রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য কোনটি? [অনুধাবন]
- (ক) আদর্শ বাস্তবায়ন
 - (খ) কর্মসূচি ঘোষণা
 - (গ) আতীয় ঐক্য সাধন
 - (ঘ) সরকার গঠন করা

২. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনটির ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? [অনুধাবন]
- (ক) চাপসূচিকারী গোষ্ঠী
 - (খ) রাজনৈতিক দল
 - (গ) উপদল
 - (ঘ) কুচকু দল

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয় কাকে? [জ্ঞান]
- (ক) সরকারি দলকে
 - (খ) সামরিক বাহিনীকে
 - (গ) বিরোধী দলকে
 - (ঘ) সচিবালয়কে

৪. কোন দেশে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই? [জ্ঞান]
- (ক) ভারত
 - (খ) আমেরিকা
 - (গ) কেনিয়া
 - (ঘ) সৌদি আরব

৫. 'রাজনৈতিক দল হচ্ছে কোনো নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘবিশেষ, যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
- (ক) যোসেফ এম সুমিপ্টারের
 - (খ) এডমন্ড বার্কের
 - (গ) অধ্যাপক ম্যাকাইভারের
 - (ঘ) আর্নেস্ট বার্কারের

৬. বিদল ব্যবস্থার দেশ হলো— [প্রয়োগ]
- (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
 - (খ) বাংলাদেশ
 - (গ) ভারত
 - (ঘ) পাকিস্তান

৭. কোনটি ভিটেনের রাজনৈতিক দল? [জ্ঞান]
- (ক) বাথ পার্টি
 - (খ) ন্যাশনাল কংগ্রেস
 - (গ) রিপাবলিকান পার্টি
 - (ঘ) কনজারভেটিভ পার্টি

৮. 'গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক দল স্বাভাবিক ও অপরিহ্যন্য'— কে বলেছেন? [জ্ঞান]
- (ক) A. R. Ball
 - (খ) MacIver
 - (গ) W. B. Munro
 - (ঘ) Devourer

৯. বাংলাদেশে কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? [জ্ঞান]
- (ক) একদলীয় ব্যবস্থা
 - (খ) বহুদলীয় ব্যবস্থা
 - (গ) নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা

১০. বিশেষ প্রধানত কয় ধরনের দলীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়? [জ্ঞান]
- (ক) ২ ধরনের
 - (খ) ৩ ধরনের
 - (গ) ৪ ধরনের
 - (ঘ) ৫ ধরনের

১১. "রাজনৈতিক দল কোনো নীতি বা আদর্শের সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করে"— উক্তিটি কার? [বি. বে. ১০/]
- (ক) জোসেফ সুমিপ্টার
 - (খ) এডমন্ড বার্ক
 - (গ) অধ্যাপক ম্যাকাইভার
 - (ঘ) আর্নেস্ট বার্কার

১২. গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় নিচের কোনটিকে? [বি. বে. ১০/]
- (ক) চাপসূচিকারী গোষ্ঠী

১৩. আমলাতন্ত্র
- (ক) রাজনৈতিক দল
 - (খ) গণ-মাধ্যম

১৪. কোন দেশের বিরোধী দলকে রাজা ও রানির বিরোধী দল বলা হয়? /বি. বে. ১০/
- (ক) বাংলাদেশের
 - (খ) চীনের
 - (গ) ইংল্যান্ডের
 - (ঘ) ইন্দোনেশিয়ার

১৫. নিম্নের কোন রাষ্ট্রে বি-দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান? /বি. বে. ১০/
- (ক) ফ্রান্স
 - (খ) ভারত
 - (গ) ইউকে
 - (ঘ) ইতালি

১৬. বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে কোন দেশটিতে? /বি. বে. ১০/
- (ক) যুক্তরাষ্ট্র
 - (খ) ভারত
 - (গ) চীন
 - (ঘ) যুক্তরাজ্য

১৭. নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে কোন সংগঠন? /পার্টির ক্ষাতিনৈতিক প্রবলিক স্কুল ও ক্লাব/
- (ক) রাজনৈতিক দল
 - (খ) উপদল
 - (গ) সামরিক বাহিনী
 - (ঘ) আমলাতন্ত্র

১৮. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কয়টি রাজনৈতিক দল থাকে? //বিয়ম মচেন স্কুল ও ক্লাব, রাজপথী সরকারি সিটি কলেজ, রাজপথী/
- (ক) একটি
 - (খ) দুইটি
 - (গ) তিনটি
 - (ঘ) চারটি

১৯. রাজনৈতিক শিক্ষা বলতে বোঝায়— /বি. বে. ১০/
- (ক) জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা
 - (খ) দলসমূহের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা
 - (গ) নেতৃত্বের সচেতনতার শিক্ষা
 - (ঘ) একাবন্ধ হওয়ার শিক্ষা

২০. উগান্ডা কোন মহাদেশে অবস্থিত? [জ্ঞান]
- (ক) এশিয়া
 - (খ) আফ্রিকা
 - (গ) ইউরোপ
 - (ঘ) আমেরিকা

২১. রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হলো— /বি. বে. ১০/
- (ক) রাজপথী সরকারি সিটি কলেজ, রাজপথী/
 - (খ) ক্ষমতা লাভের চেষ্টা
 - (গ) জনমত গঠন
 - (ঘ) দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি তৈরি করা

২২. নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. iii.
 - (খ) ii. iii. iv.
 - (গ) i. ii. iii.
 - (ঘ) i. ii. iii. iv.

২৩. রাজনৈতিক দলকে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কারণ— /বি. বে. ১০/
- (ক) জনগণ পছন্দ করে
 - (খ) দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করে
 - (গ) ক্ষমতা দখল করে

২৪. নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i.
 - (খ) i. ii. iii.
 - (গ) i. ii.
 - (ঘ) i. ii. iii.

২৩. জামাল একজন শ্রমিক নেতা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্য না থাকলেও তার সংগঠন শ্রমিকদের ন্যায় দাবি দাওয়া আদায়ে সবসময় সচেষ্ট থাকে।

জামাল যে ধরনের সংগঠনের নেতা? — *বি. বে.*
১০. কল্পনা অনেক জনক সমিতিকে সরকার চোরাচোর এবং
অপেক্ষ প্রাণী পরিষ্কার।

i. রাজনৈতিক দল

ii. উপদল iii. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ii (খ) ii
(গ) iii (ঘ) ii iii

১

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক রাষ্ট্রীয় অনেকদিন যাবৎ সামরিক শাসন বিদ্যমান রয়েছে। এক পর্যায়ে দেশটিতে হৈরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের সুশীল সমাজ একত্তি হয়ে একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আলাপ-আলোচনা শেষে এক পর্যায়ে তারা একটি দল প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। //বি.বে.অপেক্ষ প্রাণী।

২৪. উদ্দীপকের নবগঠিত দলটির প্রধান উদ্দেশ্য কী?

- (ক) শাসনভাব গ্রহণ করা
(খ) অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন
(গ) রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা
(ঘ) সরকারকে সহযোগিতা করা

২

২৫. উদ্দীপকের দলটির কর্মসূচির মধ্যে থাকছে—

- i. সমস্যা নির্ণয় ও জনগণের নিকট উপস্থাপন
ii. রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহ
iii. দলীয় নীতি বা মতাদর্শ প্রচার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i.ii (খ) ii.iii
(গ) i.iii (ঘ) i.ii.iii

২

★★ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

২৬. জনগণকে তাদের স্বার্থসংগ্রহিত বিষয়ে সচেতন করার ফেরে কোনটি প্রয়োজন? [অনুধাবন]

- (ক) রাজনৈতিক শিক্ষা
(খ) প্রশাসনিক দফতর
(গ) সরকারের সমালোচনা
(ঘ) সামাজিক এক্য

৩

২৭. জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে কোনটি? [অনুধাবন]

- (ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
(খ) রাজনৈতিক দল
(গ) সরকার (ঘ) জনগণ

৩

২৮. রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ কী? //বে.বে.

- (ক) অন্য দলের বিরোধিতা করা
(খ) নির্বাচনের জন্য প্রাথী মনোনয়ন
(গ) শুধুই নিজের দলের প্রশংসন করা
(ঘ) দলীয় নেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা

৩

২৯. নির্বাচনের পূর্বে কোনটি রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ? //বে.বে.১০. সরকারি ও কেন্দ্রীয় অপেক্ষ প্রতিষ্কার সমিতিকে সরকার একত্তৃত্ব প্রদান।

- (ক) সরকার গঠন
(খ) কর্মসূচি প্রণয়ন
(গ) প্রাথী মনোনয়ন ও প্রচারণা
(ঘ) দল গঠন

৩

৩০. নিচের কোনটির মাধ্যমে স্বার্থের একত্তীকরণ হয়ে থাকে? //ক্রিয়াকর্তব্য নয় সুল এক কলেজ, চালু কর্তৃতৈল সুল এক কলেজ, মার্কিন চালু।

- (ক) উপদল (খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
(গ) রাজনৈতিক দল (ঘ) কু-চক্রী দল

৩

৩১. রাজনৈতিক দলের প্রধানকে কী বলে? [অনুধাবন]

- (ক) কর্মী (খ) নেতা
(গ) সংগঠক (ঘ) চেয়ারম্যান

৪

৩২. নিচের কোনটি রাজনৈতিক দলের কাজ নয়?

- [অনুধাবন]
(ক) সরকার গঠন (খ) জনমত গঠন
(গ) গোষ্ঠী স্বার্থ উন্নয়ন
(ঘ) প্রাথী মনোনয়ন

৪

৩৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা

লাভের জন্যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে? [অনুধাবন]

- (ক) বিপ্লব
(খ) জনসমর্থন আদায়
(গ) সামরিক অভ্যাথান
(ঘ) বিদেশি হস্তক্ষেপ

৪

৩৪. বর্তমানে গণতন্ত্র বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]

- i. সংসদীয় গণতন্ত্র
ii. রাষ্ট্রগীল গণতন্ত্র
iii. প্রতিনিধিত্বশূলক গণতন্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i.ii (খ) i.iii
(গ) ii.iii (ঘ) i.ii.iii

৪

৩৫. রাজনৈতিক দলের কাজ হচ্ছে— [অনুধাবন]

- i. জনগণকে তাদের স্বার্থ সংগ্রহিত বিষয়ে
সচেতন করা
ii. তাদের আদর্শ ও কর্মসূচি জনগণের মাঝে
প্রচার করা
iii. জনগণকে প্রতার্ক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে
অংশগ্রহণে উন্নত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i.ii (খ) i.iii
(গ) ii.iii (ঘ) i.ii.iii

৪

অনুজ্ঞেদাটি পড়া এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতীয় নির্বাচনে করিম তার দলের পক্ষে কাজ করে। দলটি অন্য দলটির চেয়ে
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন
করে। //বে.বে.১০/

৩৬. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে কী ধরনের দলীয় ব্যবস্থা
বিদ্যমান?

- (ক) একদলীয় (খ) বহুদলীয়
(খ) দ্বি-দলীয় (ঘ) নির্দলীয়

৪

৩৭. উদ্দীপকের করিম কী ধরনের দলের সদস্য?

- (ক) চাপসৃষ্টিকারী দল (খ) সাংস্কৃতিক দল
(গ) আঙ্গুলিক দল (ঘ) রাজনৈতিক দল

৪

★ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

৩৮. 'স্বার্থ একত্রীকরণকারী' বলা হয় কাকে? [জান]

- (ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে
(খ) রাজনৈতিক দলকে
(গ) জনগণকে
(ঘ) শিক্ষক সমাজকে

৪

৩৯. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে 'Interest Group' বলে

আখ্যায়িত করেছেন কে? [জান]

- (ক) এস. ই. ফাইনার (খ) এইচ. জিপলার
(গ) মাইন ওয়েনার (ঘ) এইচ. ও. ডামেল

৪

ক্ষমতায় না পিছেও নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাকে

প্রতিবিত করে— //বে.বে.১০/

- (ক) রাজনৈতিক দল (খ) উপদল
(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) স্বার্থগোষ্ঠী

৪

৪০. ক্ষমতায় না পিছেও নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাকে

প্রতিবিত করে— //বে.বে.১০/

- (ক) রাজনৈতিক দল (খ) উপদল
(গ) আমলাতন্ত্র (ঘ) স্বার্থগোষ্ঠী

৪

৪১. Miller চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে কী হিসেবে

অভিহিত করেছেন? //নরে সিরাজ-উল-সেলা সরকার
কলেজ নামের/

- (ক) Organised Group (খ) Pressure Group

- (গ) Interest Group (ঘ) Influence Group

৪

৪২. "নিদিষ্ট স্থার্থের বন্ধনে সংযুক্ত এবং এই সংযোগ সম্পর্কে সিজাগ ব্যক্তি সমষ্টিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলে"— এটি কার উত্তি? [জ্ঞান] ৫
 ।. গ্যালিলেয় আলমত ও পাওয়েল
 ॥. ম্যাকাইভার ও পেজ
 ।।. এইচ জিগলার ।।।. সামনার
ক
৪৩. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য— /৫ লে ১৫-৮
 লে ১৫- একাডেমিক শুল্ক ও কলেজ মজিলিল লক্ষ্য/
 i. জাতীয় কল্যাণ সাধন
 ii. সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা
 iii. কর্মীদের পক্ষে কাজ করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ।. i. ii.
 ॥. ii. iii.
 ।।. i. ii. iii.
ক
- ★ সুশাসন ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
৪৪. সংসদে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? /৫
 এ এক শার্টের অলঙ্করণ/
 ।. সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা
 ॥. প্রিকারের কথা শুনা
 ।।. নিজেদের মধ্যে সমরোতা করা
 ।।।. বিতর্কে জড়িয়ে পড়া
ক
৪৫. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুসংহত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
 ।. সরকারের সাফল্য দ্বারা
 ॥. বিরোধী দলের ভূমিকা দ্বারা
 ।।. জনগণের ভূমিকার দ্বারা
 ।।।. রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক ভূমিকা দ্বারা
১
৪৬. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অপর নাম কী? [জ্ঞান]
 ।. সতর্কগোষ্ঠী
 ॥. সমতা রক্ষা গোষ্ঠী
 ।।. স্বার্থগোষ্ঠী
 ।।।. অধিকার রক্ষা গোষ্ঠী
১
৪৭. সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা প্ররূপের
 দায়বন্ধন নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
 ।. নিয়ন্ত্রণের
 ॥. প্রশিক্ষণের
 ।।. সুশাসনের
 ।।।. উন্নয়নের
১
৪৮. সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে
 কাজ করে নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
 ।. পুলিশ প্রশাসন
 ॥. পৌরসভা
 ।।. বিরোধী দল
 ।।।. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
১
৪৯. সুশাসন নিশ্চিত করার দায়িত্ব— [অনুধাবন]
 i. সরকারের
 ii. জনগণের
 iii. বিচারপতিদের
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ।. i. ii.
 ॥. ii. iii.
 ।।. ii. iii.
ক
- ★ নেতৃত্বের ধারণা
৫০. সুযোগ নেতার জন্য কোনটি অপরিহার্য? [অনুধাবন]
 ।. জনগণের আনন্দগতা
 ॥. সীমাহীন ক্ষমতা
 ।।. উচ্চশিক্ষা
 ।।।. আকর্ষণীয় চেহারা
ক
৫১. কোনো নেতার নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়? [অনুধাবন]
 ।. নেতার ক্ষমতা
 ॥. নেতার দাপট
 ।।. নেতার গুণাবলি
 ।।।. নেতার হস্তকারী সিদ্ধান্ত
১
৫২. নেতৃত্ব ব্যক্তির কোন ধরনের গুণ? [জ্ঞান]
 ।. রাজনৈতিক
 ॥. ধর্মীয়
 ।।. সামাজিক
 ।।।. মানবীয়
১
৫৩. মীম-এর বাবা একজন এফ আর সি এস ডিগ্রিধারী
 চিকিৎসক। মীমের বাবার মধ্যে রয়েছে— [প্রযোগ]
 ।. বিশেষজ্ঞসূলভ নেতৃত্ব
১
৫৪. রাজনৈতিক নেতৃত্ব
 ॥. সম্মোহনী নেতৃত্ব
 ।।. একনায়কতাত্ত্বিক নেতৃত্ব
ক
৫৫. নেতৃত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
 ।. Friendship
 ॥. Leadership
 ।।. Leader
 ।।।. Friend
১
৫৬. নেতৃত্ব কোন ধরনের গুণ? /৫ লে ১৫-৮ লে ১৫-
 ৮ লে ১৫-৮ লে ৮ লে ১৫/
 ।. সামাজিক
 ॥. রাজনৈতিক
 ।।. নৈতিক
 ।।।. ধর্মীয়
ক
৫৭. Lead শব্দের অর্থ কী? /৫ লে ১৫/
 ।. পরিচালনা করা
 ॥. উদ্বৃত্ত করা
 ।।. নির্দেশ করা
 ।।।. অনুপ্রাণিত করা
ক
৫৮. নেতৃত্ব বলতে বোঝায়—/৫ লে ১৫-৮ লে ১৫/
 ।. নেতার আদর্শ
 ॥. নেতার ক্ষমতা
 ।।. নেতার প্রভাব
 ।।।. নেতার গুণাবলি
১
৫৯. একজন রাজনৈতিক নেতার সনিদিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের
 জন্য অন্যান্য কর্মীবৃন্দকে পরিচালিত, প্রভাবিত ও
 নিয়ন্ত্রিত করার কৌশলকে বলা হয়? /৫ লে ১০/
 ।. কর্তৃত্ব
 ॥. ব্যবস্থাপনা
 ।।. নেতৃত্ব
 ।।।. সুশাসন
১
৬০. নেতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে— [অনুধাবন]
 ।. Lead
 ॥. Leadership
 ।।. Leader
 ।।।. Leading
১
৬১. নেতৃত্ব কোন ধরনের গুণ? [জ্ঞান]
 ।. সামাজিক
 ॥. অর্থনৈতিক
 ।।. ধর্মীয়
 ।।।. শিক্ষাগত
১
৬২. নেতৃত্ব হলো এক ধরনের অসাধারণ গুণ বা ক্ষমতা
 যা অন্যকে—
 i. প্রভাবিত করে
 ii. প্রতিফলিত করে
 iii. অনুপ্রাণিত করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ।. i. ii.
 ॥. i. iii.
 ।।. ii. iii.
১
৬৩. নেতৃত্ব হলো অসাধারণ ক্ষমতা যা অন্যকে— /৫ লে ১০/
 i. প্রভাবিত করে
 ii. উদ্যোগ করে
 iii. অনুপ্রাণিত করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ।. i. ii.
 ॥. i. iii.
 ।।. ii. iii.
১
৬৪. সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে— /৫ লে ১০/
 i. উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়
 ii. স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়
 iii. বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ।. i.
 ॥. iii.
 ।।. i. ii. iii.
১
৬৫. নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি হিসেবে
 সহর্থনযোগ্য— /বর্তমান সিলজ-টেলিকমিউনিকেশনের
 পরামর্শ/
 i. দীর্ঘ দেহ
 ii. উত্তম ব্যবহার
 iii. স্বার্থহীনতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ।. i. ii.
 ॥. ii. iii.
 ।।. i. ii. iii.
১

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 পালপাড়া গ্রামের জোনাকী ও উদয়ন সংঘের মধ্যে
 দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। উদয়ন সংঘের সদস্যদের
 মারমুখী আচরণে অপর সংঘের সদস্যরা অভিট। কিন্তু
 জোনাকী সংঘের শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব
 নির্দেশে পান্টা আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। /৫ মে ১০/
 ৬৬. জোনাকী সংঘের নেতৃত্বের মধ্যে নেতৃত্বের কোন
 গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
 ১. নিরপেক্ষতা ২. অভিজ্ঞতা
 ৩. আধাসংহতি ৪. বাস্তিত্ব

★ নেতৃত্বের প্রকারভেদ

৬৭. নেতৃত্ব প্রধানত কত প্রকার? /৮টাকিন সংগঠন
 একজোড়াই এক অঙ্গে। সবৈ পজীশুর প্রকারটি একজোড়াই এক
 অঙ্গে। ক্ষেত্র/
 ১. ২ প্রকার ২. ৩ প্রকার
 ৩. ৪ প্রকার ৪. ৫ প্রকার

৬৮. সম্মোহনী নেতৃত্বের পুনাবলি হিসেবে কোনটি
 যৌক্তিক? |অনুধাবন|
 ১. কর্মতৎপরতা ২. কঠোর পরিশ্রম
 ৩. বাস্তিত্ব ৪. শিক্ষা

৬৯. নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা যায় কোন
 ধরনের নেতৃত্বে? |অনুধাবন|
 ১. বিশেষজ্ঞ সূলভ নেতৃত্বে
 ২. রাজনৈতিক নেতৃত্বে
 ৩. সম্মোহনী নেতৃত্বে
 ৪. গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে

৭০. নেতৃত্বের কৌশলের উপাদান কয়টি? |জ্ঞান|
 ১. এক ২. দুই
 ৩. তিনি ৪. চার

৭১. নেতৃত্বের কর্মসূক্ষ্মতা নির্ভর করে কৌমুদী ওপর?
 /৫ মে ১০/

১. দুরদৰ্শিতা ২. শিক্ষা
 ৩. সুস্থিতা ৪. নিরপেক্ষতা

৭২. জনগণ অন্ধ অনুগত প্রদর্শন করে কোন ধরনের
 নেতৃত্ব? /৫ মে ১০/
 ১. সম্মোহনী ২. গণতান্ত্রিক
 ৩. সন্তান ৪. রাজনৈতিক

৭৩. কোনো নেতৃত্বের বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগণ
 ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হলে, উক্ত নেতৃত্বকে বলে—
 /৫ মে ১০/
 ১. সম্মোহনী ২. সর্বাঙ্গকরানী
 ৩. গণতান্ত্রিক ৪. একনায়কতান্ত্রিক

৭৪. নিশার বাবা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তার
 মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্ব গুণ রয়েছে? /জ্ঞান/
 সরকারি হাস্পাতাল কলকাতা/

১. বিশেষজ্ঞ সূলভ ২. সম্মোহনী
 ৩. রাজনৈতিক ৪. ঐতিহাসিক

৭৫. বাস্তুভূক রাসেলের মতে, একজন নেতৃত্বকে কয়টি
 গুণের অধিকারী হতে হবে? |জ্ঞান|
 ১. দুইটি ২. তিনটি
 ৩. চারটি ৪. পাচটি

৭৬. সম্মোহনী নেতৃত্বের অপর নাম হলো—/জ্ঞান কলকাতা/
 ১. সুনেতৃত্ব
 ২. যাদুকরী নেতৃত্ব
 ৩. দাপটের নেতৃত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. ১ ও ২ ২. ১ ও ৩
 ৩. ১ ও ৩ ৪. ১, ২ ও ৩

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 মি. সুমন তার এলাকার জনগণের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত।
 এসব সমস্যা সমাধানকরে তিনি মানুষকে সংগঠিত
 করেন। মানুষ তার ডাকে স্বতন্ত্রভূতভাবে সাড়া দেয়।
 তার নির্দেশনা জনগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।
 /৫ মে ১০/

৭৭. মি. সুমনের মধ্যে কোন ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ
 ঘটে?
 ১. রাজনৈতিক ২. সম্মোহনী
 ৩. বিশেষজ্ঞ সূলভ ৪. প্রশাসনিক

৭৮. এ ধরনের নেতৃত্ব দেখা যায়—

- ১. চৰম সংকটকালে [১] সংস্কারের সময়ে
- ২. উয়াত রাত্তে পরিণত হলে
- ৩. রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার সময়ে

★ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

৭৯. নেতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি
 কোথায়? |অনুধাবন|

- ১. রাত্তে ২. সমাজে
- ৩. পরিবারে ৪. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

৮০. নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে কী প্রতিষ্ঠা সহজ হয়?
 |জ্ঞান|

- ১. সুশাসন
- ২. অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি
- ৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- ৪. সামাজিক ন্যায়বিচার

৮১. নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোনটি বিদ্যমান থাকলে সুশাসন
 প্রতিষ্ঠা সহজ হয়? |অনুধাবন|

- ১. নেতৃত্বের বৈধতা
- ২. নেতৃত্বের সংযমতা
- ৩. দুরদৰ্শিতসম্পন্ন নেতৃত্ব
- ৪. দুর্বল নেতৃত্ব

৮২. নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সততা ও দৃঢ়তা প্রয়োজন। এর
 ফলে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়— |অনুধাবন|

- ১. শৃঙ্খলাবোধ
- ২. আনুগত্য
- ৩. শুল্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ১. ১ ২. ১, ২
- ৩. ৩ ৪. ১, ২, ৩

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জামিল সাহেব একটি সংগঠনের নেতা। এটি জাতীয়
 নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সম্প্রতি তিনি পুরনো ধ্যান-
 ধারণা থেকে বের হওয়ার লক্ষ্যে সংগঠনের সদস্য ও তাৰ
 অনুসারীদের নিয়ে একটি প্রুপ গঠন করেন। /৫ মে ১০/

৮৩. জামিল সাহেব ও তাৰ অনুসারীরা গঠন কৰেছেন—

- ১. রাজনৈতিক দল
- ২. উপদল
- ৩. চাপসংষ্ঠিকারী গোষ্ঠী
- ৪. সমিতি

৮৪. সংখ্যার ভিত্তিতে দল ব্যবস্থাকে প্রধানত কয়
 শ্রেণিতে বিভক্ত কৰা যায়?

- ১. এক ২. দুই
- ৩. তিনি ৪. চার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৫ ও ৮৬ পরবর্তী দুটি
 প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' রাষ্ট্রে একনায়ক সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল
 সেখানে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন
 ছিল। তারা গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাবার জন্য
 রাজনৈতিক দলের অধীনে সংগঠিত হয় এবং
 সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তাদের
 আন্দোলনের প্রতি বিশ্ববাসী সহায়িতা প্রকাশ করে। /৫
 মে ১০/

৮৫. 'ক' রাষ্ট্রে নাগরিকের মধ্যে যে বিষয়টি গড়ে
 উঠেছিল, তা হলো—

- ১. রাজনৈতিক সংগঠন
- ২. অনন্মত
- ৩. রাজনৈতিক সংস্কৃতি
- ৪. চাপসংষ্ঠিকারী গোষ্ঠী

৮৬. আলোচ্য উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর যে
 বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হলো—

- ১. সুলভ অভিমত
- ২. প্রভাবশালী মত
- ৩. শ্রেণিগত মত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ১. ১ ও ২ ২. ১ ও ৩
- ৩. ১, ২ ও ৩ ৪. ১, ২, ৩